সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, December 2020, Volume-12, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার চেতনা!

শহীদুজ্জামান কাকন, সুইডেন

বিজয় দিবস বাংলাদেশে বিশেষ দিন হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সর্বত্র পালন করা হয়। প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারিতে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এইদিনটিকে বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় এবং সরকারীভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

৯ মাস যুদ্ধের পর১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী বাহিনীর প্রায় ৯১,৬৩৪ সদস্য বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ABSC inc. Holds media conference to promote ekonomos, issue 2, 2020

Suprovat Sydney Report

The Australian Business Summit Council (ABSC) Inc. hosted its second Media Conference and annual luncheon at The Waterview in Bicentennial Park, Homebush on 9 November 2020 to promote the imminent publication of the second issue *Continued on page 14*

মানুষ কি আর কখনো তার ভোটের অধিকার ফেরত পাবে না?

সাংবাদিক সালেহ উদ্দিন

বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পথে? ভোট ও গণতন্ত্র কী দেশ থেকে হারিয়ে গেল? আগের দুটির মতো আগামী জাতীয় নির্বাচনও কি প্রহসনে পরিণত হবে? মানুষ কি আর কখনো তার ভোটের অধিকার ফেরত পাবে না? উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের নির্বাচনী লড়াইয়ের যে রূপ তা কি আর কখনো দেখা যাবে না? রাজনীতির অন্দরে-বাইরে, দেশে - বিদেশে এমনকি হাটে, ঘাটে, মাঠে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে।

শুধু ভোটের অধিকারই নয়, মিছিল, মিটিং, বাক স্বাধীনতা সহ গণতান্ত্রিক সকল অধিকার দেশে হুমকির মুখে পড়েছে। এর বাইরে মামলা, হামলা, গুম, খুন চলছে সমানতালে। **২২-২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

ক্ষমতা চিরদিনের নয়

মিজানুর রহমান সুমন

স্বৈরশাসকের পরিনতি ভয়াবহ হয়। এমনকি মৃত্যুর পরেও মানুষ যুগ যুগ ধরে তার নিন্দা করে। মজার বিষয় হচ্ছে, স্বৈরশাসকের পাশে কিছু মানুষ থাকে যারা উৎসাহ দিয়ে স্বৈরাচার বানায়। ক্ষমতার লিপ্সায় অন্ধ হয়ে গেলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। তখন আর পরিনতির কথা ভাবেনা। মনে করে, এই ক্ষমতা বুঝি চিরস্থায়ী। এর কোনো শেষ নেই। বিশ্ব রাজনীতির নিয়ামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। বলা হয় বিশ্বের সব থেকে ক্ষমতাবান মানুষ তিনি। *৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

Prophetic Relics Photo Exhibition In Sydney

Suprovat Sydney Report

For the first time in Sydney, the ICPA Islamic Charity Projects Association organized a Prophetic Relics Photo Exhibition in Chester Hill, commemorating the great occasion of Miladun-Nabi (The Prophet's Birth). it was held on Saturday 14 Nov 2020 from 6:00 PM-9:00 PM.

Continued on page 16

Omrah Hajj

LTC Lakemba Travel Centre

Authorized Omrah Agent

Lakemba Travel Centre

Please Contact Now

8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia

বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা

ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬

02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

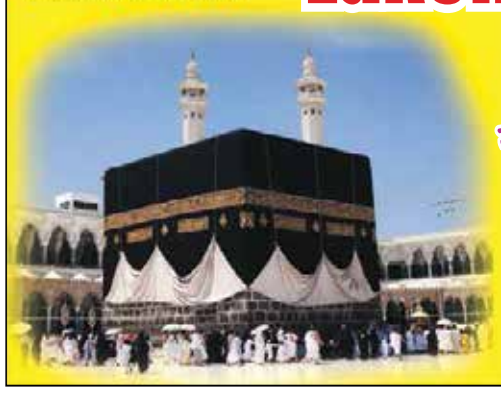

Solar World
Residential & Commercial

Government Rebate Still Available

১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা

Special discount
(18+4 panel free)
6.6 kw - $2499*

Quality Assured
We Provide CEC accredited Product

1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809

Suprovat Sydney Copy Right Protected

T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

চলতি বছরের শুরুতে পুরো পৃথিবীর মানুষ যা কল্পনাও করতে পারেনি, তেমন এক পরিস্থিতিতে বছরের এগারোটি মাস পেরিয়ে আমরা সর্বশেষ মাসে এসে পৌছেছি। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে গুরুত্বহীন ভাবে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো চীনের একটি শহর থেকে একটি সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর ধীরে ধীরে পুরো বিশ্ব থমকে দাঁড়ালো। বছরের শেষে এসে এখন শোনা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি কোম্পানীর বানানো ভ্যাকসিনের খবর। শীঘ্রই হয়তো বিশ্বজুড়ে শুরু হবে ভ্যাকসিন দেয়ার পালা, নিঃসন্দেহে তার পাশাপাশি ঘটে যাবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যাবসা ও নানা রাজনীতি। কিন্তু যে মানুষগুলো এই বছরে হারিয়ে গিয়েছে, তারা আর কখনো ফিরে আসবে না। ওয়ার্ল্ডমিটার্স ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা প্রায় এক দশমিক চার মিলিয়ন, অর্থ্যাৎ প্রায় চৌদ্দ লক্ষ মানুষ পৃথিবীব্যাপী এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে হিসাব পাওয়া গিয়েছে। তাদের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে এ সংখ্যা ছয় হাজার তিনশ পঞ্চাশ জন। তথাপি আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশে এর প্রকৃত সংখ্যা বহুগুণে বেশি। চিকিৎসা ব্যবস্থার অরাজকতা ও চরম দুর্নীতির ফলে যথাযথ হিসাব রাখা তো দূরের কথা, মানুষকে যথাযথ চিকিৎসা ও পরিচর্যা দেয়ারও কোন বালাই নাই। প্রতিটি পরিবারেই কেউ না কেউ মারা গিয়েছে। একজন মানুষকেও পাওয়া যাবেনা যার পরিচিত গন্ডির মাঝে একাধিক বয়স্ক মানুষ এ বছরে মারা যায়নি। মৃত্যুর এ মিছিল এখনো চলমান তথাপি দেশের মানুষের মাঝে তেমন কোন সচেতনতা দেখা যাচ্ছেনা। ন্যুনতম সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় মাস্ক পরার দৃশ্য দেখা যায় না বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে, এটি যেন এখনো ফ্যাশন অনুষঙ্গ। জনসমাগম এড়িয়ে চলা কিংবা শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা তো হাস্যকর বিষয় যেন। যে দেশের মানুষ নিজেদের জীবন ও প্রাণের সুরক্ষা সম্পর্কে এতোটাই উদাসীন, সেদেশের স্বৈরাচারী শাসকের কাছে তারা গরু-ছাগলের মতোও মুল্য পাবেনা এটি স্বাভাবিক একটি বিষয়।

অন্যদিকে বিগত কয়মাসের ভেতরে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেটটির সরকার করোনাভাইরাস মোকাবেলায় নানা কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সফলতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। বছরের শেষার্ধ জুড়ে রুপার্ট মারডক নিয়ন্ত্রিত ডানপন্থী মিডিয়ায় প্রিমিয়ার ড্যানিয়েল এন্ড্রুজের সরকার এবং তিনি নিজের প্রচন্ড সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে আসলেও বাস্তবে মেলবোর্ন সহ ভিক্টোরিয়ার অন্যান্য সব শহরের মানুষরা স্টেট সরকারের নানা কড়াকড়ির সুফল পাচ্ছে এখন। ভিক্টোরিয়া সরকার বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছে ভ্যাকসিন আসা পর্যন্ত নানা জরুরী পদক্ষেপের মাধ্যমে অগণিত মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। যদিও ভিক্টোরিয়া যে মুহুর্তে জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে, ঠিক তখনই আবার সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বেশ কিছু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

উন্নত ও সভ্য দেশগুলোতে কয়েকজন মানুষের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পুরো দেশকে যখন আলোড়িত করে, বাংলাদেশের মতো দেশে তখন বিনা-চিকিৎসায় বিনা-পরিচর্যায় শত শত মানুষ মারা যাওয়াও কোন জরুরী বিষয় বলে গণ্য হয়না। নিঃসন্দেহে নিকট ভবিষ্যতে ভারতের সাথে চুক্তির মাধ্যমে নিম্নমানের ভ্যাকসিন নিয়ে আসা নিয়েও কোটি কেটি টাকার দুর্নীতি ঘটবে দেশটিতে, যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে বরং নিজেদের স্বার্থপূরণ করাই হবে মূখ্য উদ্দেশ্য। দখলদার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং তাদের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের অবসান ঘটনানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসচেতনতা ও আত্মসম্মানবোধ।

অস্ট্রেলিয়ান সংসদে বাংলাদেশের মানবাধিকার লংঘন প্রসঙ্গে সিনেটরের বক্তব্য

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের লাগাতার দুর্নীতি, গুম, খুন ও ভোট চুরির কলঙ্কজনক ঘটনাগুলো এখন দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংসদে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউনাটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পাশাপাশি এবার অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ সংসদ ফেডারেল সিনেটেও আলোচনায় উঠে এসেছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মানবতাবিরোধী কুকীর্তির বয়ান।

অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক দল গ্রীন,এ দলটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার। গ্রীন পার্টির ডেপুটি হুইপ ও ভিক্টোরিয়ার সিনেটর Senator Janet Rice গত ১২ নভেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে এক জ্বালাময়ী বক্তব্যে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন।

স্বৈরাচার ও বর্বর সরকার দ্বারা বিশ্ব মানবতা আজ ভুলন্ঠিত। তিনি শুরু করেন বাংলাদেশ সরকারের গর্হিত দুর্নীতি দিয়ে। তিনি বলেন,

এমনেস্টি ইন্টারনেশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী সম্প্রতি ৩৮৮জন নিরীহ বাংলাদেশিদেরকে হত্যা করা হয়েছে প্রশাসন দ্বারা। লাগাতার বিচার বহিঃর্ভুত হত্যা, গুম চলছে। তথাকথিত ডিজিটাল সিক্যুরিটি এক্ট একটি মারাত্মক বাক স্বাধীনতা হরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের সত্যি প্রকাশে বা কাজের বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ আইন। মার্কিন সিনেটররা তাদের সংসদে একই ধরনের আলোচনা করছে।

তিনি বাংলাদেশের লাগাতার বিচার বহিঃর্ভুত হত্যা ও গুমের বিরুদ্ধে বিশেষ করে আওয়ামীলীগের সার্টিফিকেটধারী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনী RAB (Rapid Action Battalion) এর ৪০০ এর বেশি নিরীহ মানুষেকে হত্যা করার ঘটনা তুলে ধরেন। ইউএন বা জাতিসংঘ থেকেও সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহবান জানিয়েছে। বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকার আরো জোরালো ভূমিকা রাখা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ কমিউনিটির শান্তিকামী সচেতন নাগরিকরা সিনেটর জেনেট রাইসের এই বক্তব্যকে একটি সময়পোযোগী ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে শামিল কমিউনিটি মিডিয়া সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকেও আমরা Senator Janet Rice কে জানাই : Thank you very much Senator Janet Rice for your stand to support human rights and democracy in Bangladesh.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মিজানুর রহমান সুমন

ক্ষমতা চিরদিনের নয়

— মিজানুর রহমান সুমন —

ক্ষমতার ধর্মই এমন। আমাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে নৌকায় উঠেও বাঁচতে পারেননি। তাকে মরতে হয়েছে এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রচন্ড ক্ষমতাবান ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন নিজের ক্ষমতা রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। লড়াই না বলে বলা যায়, রাজ্যে রাজ্যে বিচারকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন তিনি। এটাই তো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।

অবশ্য গণতন্ত্র লাগে না। ক্ষমতার ধর্মই এমন । আমাদের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে নৌকায় উঠেও বাঁচতে পারেননি। তাকে মরতে হয়েছে এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে।

ক্ষমতার আরেকটি বদ গুন আছে । যতক্ষন ক্ষমতা থাকে ততক্ষন মনেই হয় না যে এই জিনিস কখনো শেষ হতে পারে । বৈধ রাজা থেকে নির্বাচিত শাসক, সবার নেমে যেতে হয় । আর স্বৈরশাসক হলে তো কথাই নেই । আজ বিজয় দিবসের প্রাক্কালে সেইসব হিসেব মেলানোর সময় এসে গেছে । জাতি হিসেবে আমরা স্বাধীন।

ক্ষমতার ব্যাকরণ বা ধারাপাত যে শুধু ক্ষমতায় থাকলেই বোঝা সম্ভব এমনটি নয়। বরং ক্ষমতার বাইরে থাকা মানুষগুলো ভালো বুঝতে পারে। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ওবায়দুল কাদের এই নিয়ে তৃতীয় বার তার নেতা কর্মীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। অনেক সময় সেটা সম্মানজনক হয় না। একসময় মসনদের কেন্দ্রে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে অপমানিত হয়ে জীবন শেষ করে দেয়া নেতার সংখ্যা কম নয়। আমাদের দেশের পতিত স্বৈরাচার হু মু এরশাদ এর বড় উদাহরণ। বি এন পি বা আওয়ামী লীগ সবাই কে তোয়াজ করে ভয়ে ভয়ে জীবন পার করতে হয়েছে তার। বিজয় দিবস আসলে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের কথা মনে আসে। সামাজিক মর্যাদা ও সাম্যের জন্য আমরা যে সংগ্রাম করেছি একসময়,সে সংগ্রামের ফলাফল আজ ভূলুণ্ঠিত। একদিকে জাতির ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়া স্বৈরাচার, অপরদিকে ভারতের আধিপত্যবাদী আগ্রাসন। আজন্ম সংগ্রামী একটা জাতি এগুলো কতদিন মেনে নিবে? যদি মেনে নাই ই নেয় তাহলে বাংলাদেশে অবৈধ উপায়ে যারা ক্ষমতায় আছেন,তাদের খুব লজ্জা নিয়ে নামতে হবে। ইতিহাস অন্তত তাই বলে। বলা হয়,মানুষ নিজেই নিজের সব থেকে বড় ক্ষতিটি করতে পারে।আওয়ামী লীগ সেটাই করেছে এবং করছে। নিজের ক্ষতি। দূর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর এমনিতেই বদনামের শেষ নেই। তার উপরে যদি যুক্ত হয় স্বৈরাচারের তকমা,নির্বিচারে মানুষ হত্যা,ঘুম,রাতের বেলায় ভোট ডাকাতির লজ্জা। তখন বুঝতে হবে সে রাজনৈতিক দলটির প্রতি সাধারন মানুষের বিন্দু মাত্র আস্থা আর থাকবে না। ফলে সেই দল কে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতায় আসতে শত বছর লেগে যাওয়ার কথা। এমনকি কখনো ক্ষমতায় ফিরে নাও আসতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পতনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী রাজনীতির পতন শুরু হয়েছে। সেই পতনে যদি ভারতের নরেন্দ্র মোদী শংকিত হন,তবে বাংলাদেশের বিনা ভোটের সরকারেরও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়,এই প্রবাদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

Kheir Lawyers

Result Driven | Community Focused

Kheir Lawyers have been operating as experts in a wide range of legal fields for nearly 20 years, with a combined experience of over 50 years.

We cater for a diverse community with distinct needs, overcoming cultural and language barriers to achieve the best outcome for our clients. Our law firm has a diverse range of lawyers working in most areas the law.

Kheir Lawyers work with the most senior and experienced barristers in their field.

Personal Injury
Work Injury
Insurance Claims
Family Law
Criminal Law
Conveyancing
Motor Vehicle Accidents
Wills & Estate Planning
& MORE!

45 Stanley Street Bankstown NSW 2200 02 9790 2522 kheirlawyers.com.au

আপনার যে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ চাই? | যোগাযোগ করুন! Kheir Lawyers

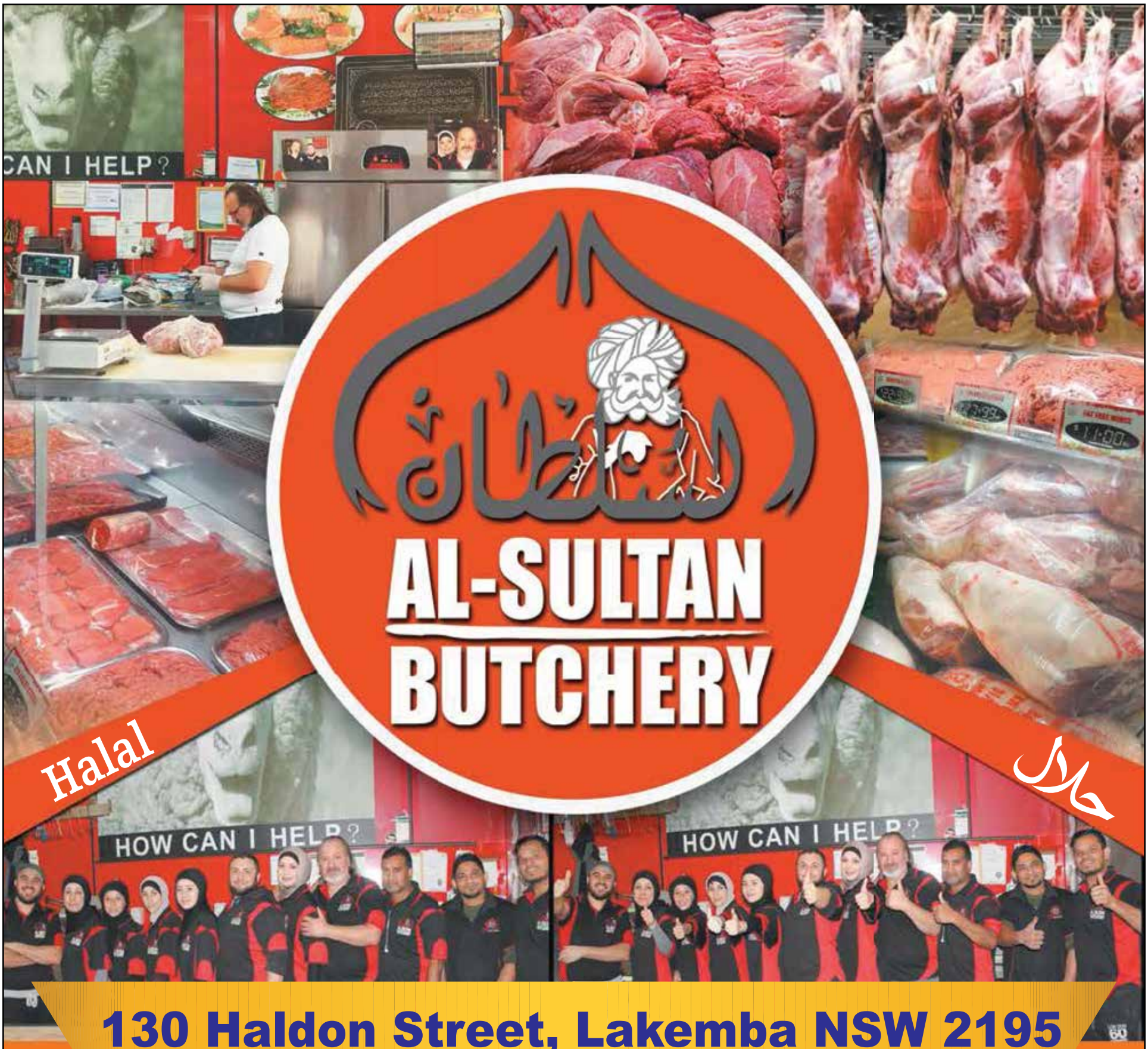

CAN I HELP?
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সেদিন আর বেশি দূরে নয়, গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির বিজয় অনিবার্য

--- তারেক রহমান

(ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি)

সুভাত সিডনি রিপোর্ট

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পরাজিত অপশক্তি মহাজোটের নামে একজোট হয়ে এখন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে উল্লেখ করে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সেই পরাজিত অপশক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রকক্ষমতা জবরদখল করে রেখেছে।

তিনি আরো বলেন, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিডিআর পিলখানায় সুকৌশলে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যাযজ্ঞ ছিল সেই প্রতিশোধেরই অংশ। 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে'র মতো সেনাবাহিনীর ৫৭ জন কর্মকর্তা হত্যার নির্মম হত্যাযজ্ঞের দিনটিকেও ৭৫ এর পরাজিত অপশক্তি এখন মানুষের মন থেকে মুছে দিতে চায়। আরো দুঃখজনক হলো, সেনা হত্যাযজ্ঞের নির্মম দিনটি শোক দিবস হিসেবে পালনের মানসিক সাহস ও শক্তি খোদ সেনাবাহিনীও হারিয়ে ফেলেছে। ৭৫ এর পরাজিত অপশক্তি এটাই চেয়েছিলো। অথচ, দেশপ্রেমিক জনগণ মনে করে, বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালন করা উচিত। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ১১ নভেম্বর বুধবার যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক।

সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদের পরিচালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান এবং জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুসহ অনেকে। সভার শুরুতে কোরআন তেলওয়াত করেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহীন।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের গৌরবজনক ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চায় উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, ৭৫ এর নভেম্বরের পরাজিত অপশক্তির এখন মিশন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং দেশের শক্তিমত্তার প্রতীক সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা। কারণ তারা জানে, জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা না গেলে তাদের পক্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা সম্ভব নয়। তাই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ৭৫ এর নভেম্বরের পরাজিত এখন তাদের মিশন বাস্তবায়ন করছে। জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপির সাফল্য যাত্রা বাধাগ্রস্থ করতে ৭৫ এর পরাজিত অপশক্তি অত্যন্ত সুপরিকল্পতিভাবে ২০০৪ সালের '২১ আগষ্টের' ঘটনা ঘটায়।

প্রধান অতিথি বলেন, সাম্য-মানবিক মর্যাদা-ন্যায় বিচার এই মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে লাখো মানুষের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার আজীবন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে। তারা দেশে গণতন্ত্র হত্যা করেছিল, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একদলীয় 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠা করেছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানুষের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, দুর্নীতি লুটপাট খুন, গুম, অপহরণকে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করেছিল, সেনাবাহিনীকে দুর্বল করতে প্যারালাল 'রক্ষীবাহিনী' নামে একটি বর্বরবাহিনী গঠন করেছিল।

তিনি আরো বলেন, বর্বর রক্ষীবাহিনীর কাজ ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন দল ও মতের মানুষকে অপহরণ, গুম, খুন করা। এই বর্বর

বর্বর রক্ষীবাহিনীর কাজ ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন দল ও মতের মানুষকে অপহরণ, গুম, খুন করা। এই বর্বর রক্ষীবাহিনী সেই সময় জাসদ তথা গণবাহিনীর ৩০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল

রক্ষীবাহিনী সেই সময় জাসদ তথা গণবাহিনীর ৩০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল। দুর্নীতি-দুর্ভিক্ষ আর ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসরদের নৈরাজ্যে স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের কম সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসররা বাংলাদেশকে নরকে পরিণত করে। তারেক রহমান বলেন, ২১ আগষ্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশটি হওয়ার কথা ছিল পল্টন এলাকার 'মুক্তাঙ্গনে'। আইনশৃঙ্খলাবাহিনী সেভাবেই নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিয়েছিল। অথচ ঠিক সমাবেশের দিন সমাবেশ শুরুর কিছু সময় পূর্বেই কাউকে না জানিয়ে কার নির্দেশে 'মুক্তাঙ্গন' থেকে 'সমাবেশ'টি আওয়ামী লিগে অফিসের সামনে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল? কার নির্দেশে, কারা, কেন সরিয়ে নিয়েছিল, প্রশ্ন রাখেন তারেক রহমান। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের সমাবেশে হামলার অভিযোগে বিভিন্ন সময়ে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল আদালতে দেয়া তাদের কয়েকজনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পরবর্তীতে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জবানবন্দিতে হামলাকারীদের কেউ কেউ বলেছে, তারা নাকি আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে সমাবেশের জায়গাটি হামলার ঘটনার 'এক-দু দিন আগেই রেকি' করে এসেছিলো। প্রশ্ন হলো, সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল 'মুক্তাঙ্গনে'। তাহলে হামলাকারীরা কিভাবে আওয়ামী লীগের অফিসের সামনে সমাবেশের জায়গাটি আগেই 'রেকি' করে এসেছিলো? হামলাকারীরা আগেভাগেই কেমন করে জানলো নির্ধারিত সমাবেশ 'মুক্তাঙ্গনে'র পরিবর্তে 'আওয়ামী লিগ অফিসের সামনে হবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন।

বিএনপির ভার প্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজেকে একজন সেনা পরিবারের গর্বিত সদস্য উল্লেখ করে বলেন, সশস্ত্র বাহিনী ছিল দেশের গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান, ছিল সাহসের প্রতীক। অথচ নিজের পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও সেই সেনাবাহিনী কর্মকর্তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়, নিজেকে নৌ বাহিনীর কর্মকর্তা পরিচয় দেয়ার পরও তাকে রাজপথে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলা হয়।

তারেক রহমান প্রশ্ন করে বলেন, আর কত মেজর সিনহা জীবন দিলে, আর কত লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ স্ত্রীর সামনে প্রহৃত হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী জনগণের পক্ষ নেবে? জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে? সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমান সেনা প্রধানের সঙ্গে তার এক সাবেক কলিগের ফোনালাপে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, সেনাবাহিনী সম্পর্কে জনগণ এখন কি দেখছে ? কি শুনছে? এখন নাকি বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নিয়োগ হয় ভিন দেশের ইশারায়? তিনি বলেন, সেনা প্রধানের ফোনালাপে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা এবং শেখ হাসিনা নিজে বিরোধী দল ও মতের মানুষকে গুম খুন অপহরণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। বেরিয়ে এসেছে, শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।

দেশ প্রেমিক প্রতিটি নাগরিক বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, দেশ বাচাও-মানুষ বাঁচাও আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী শক্তিকেই দায়িত্ব নিতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুত থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, চোখ কান খোলা রাখুন, সজাগ দৃষ্টি রাখুন। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির বিজয় অনিবার্য, ইনশাআল্লাহ।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অস্ট্রেলিয়ায় জেল হত্যা দিবস পালন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন গত ৭ নভেম্বর শনিবার ২০২০ অস্ট্রেলিয়া শাখার উদ্যোগে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি মোল্যা মোঃ রাশিদল হকের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হাসিনা চৌধুরী মিতার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে ৩ নভেম্বর সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক হাসিনা চৌধুরী মিতা।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন অস্ট্রেলিয়ার উপদেষ্টা এবং মেলবোর্ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. মাহবুবুল আলম, ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা জ্বালানী বিশেষজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার সালেক সুফি, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শাকিল খান, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রশীদা হক কনিকা, ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান, একুশে পদকপ্রাপ্ত বরণ্যে সাংবাদিক রনেশ মৈত্র, সংগঠনের সহ-সভাপতি ব্যারিস্ট্রার নির্মাল্য তালুকদার, সহ-সভাপতি রাশিদুর রহমান তানভীর, বঙ্গবন্ধু

ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার, ব্রাসেলস এর কো অর্ডিনেটর বজলুর রশীদ বুলু, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ড. সজল চৌধুরী, মোঃ রাশেদুজ্জামান, ফাহাদ চৌধুরী, ওয়াসিফ বিন আব্দুল আজিজ, জিনাতুর রেজা খান, ফ্রেডস অফ বাংলাদেশ, রিয়াদ শাখার সভাপতি ড. রেজাউল। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি ইশরার উসমান, নিউ সাউথ ওয়েলস আওয়ামী লীগ নেতা হাসান ফারুক রবিন শিমুন, মাসুদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী হাসান, নুসরাত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুয়েত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দ্বীন ইসলাম মিন্টু দোয়া পরিচালনা করেন। সব শেষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্যে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি টানেন সভাপতি মোল্যা মোঃ রাশিদুলহক।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশী আমেরিকানদের ঘরে ঘরে খুশির বন্যা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মার্কিন নির্বাচন ইতিহাসে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে আসছে। প্রতিবারের মতো সাম্প্রতিক নির্বাচন একটি বিশেষ দিক নির্দেশক।

বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এর প্রতিফলন অতি পরিচ্ছন্ন। বিগত দিনের প্রায় সব রাষ্ট্রপতিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে ফিৎনা

সৃষ্টি করেছে। সাবেক রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় যেয়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথাকথিত এক্সিকিউটিভ অর্ডার ফোর্স করে। মেক্সিকানদেরকেও অনেক হেনস্থা করে।

সম্প্রতি Joseph Robinette Biden Jr জো বাইডেন বা জো বিডেন আমেরিকার ৪৬তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ৭৭ বছর বয়সে। দুই ছেলে Hunter Biden, Beau Biden দুই মেয়ে Ashley Biden, Naomi,Christina Biden নিয়ে তার সুখের সংসার। স্ত্রী Jill Biden ৬৯ বছরে পা রেখেছেন। ২০জানুয়ারি ২০২০ অভিষেক অনুষ্ঠান হলেই তিনি হয়তোবা আবারো হয়ে যাবেন ফাস্ট লেডি। তবে Neilia Hunter Biden নামে প্রথম স্ত্রী ১৯৭২ সালে এক মটর দুর্ঘটনায় মারা গেলে মেয়ে Naomi ও দুই ছেলে Beau ও Hunter মারাত্মক আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। আমেরিকার সমগ্র বাংলাদেশ কমিউনিটিতে খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা জো বাইডেনকে সরাসরি সাহায্য করেছেন। আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবারের নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে আমেরিকান বাংলাদেশিদের ঘরে ঘরে খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার অন্যান্য জাতির সাথে আমরাও দেখতে চাই নুতন ও নূতনত্ব। মুসলিম বিশ্বের বড় বড় সমস্যা নিয়ে কতটুকু কি করতে পারবে তা দেখার বিষয়।

Joe Biden: when he was 10 years old

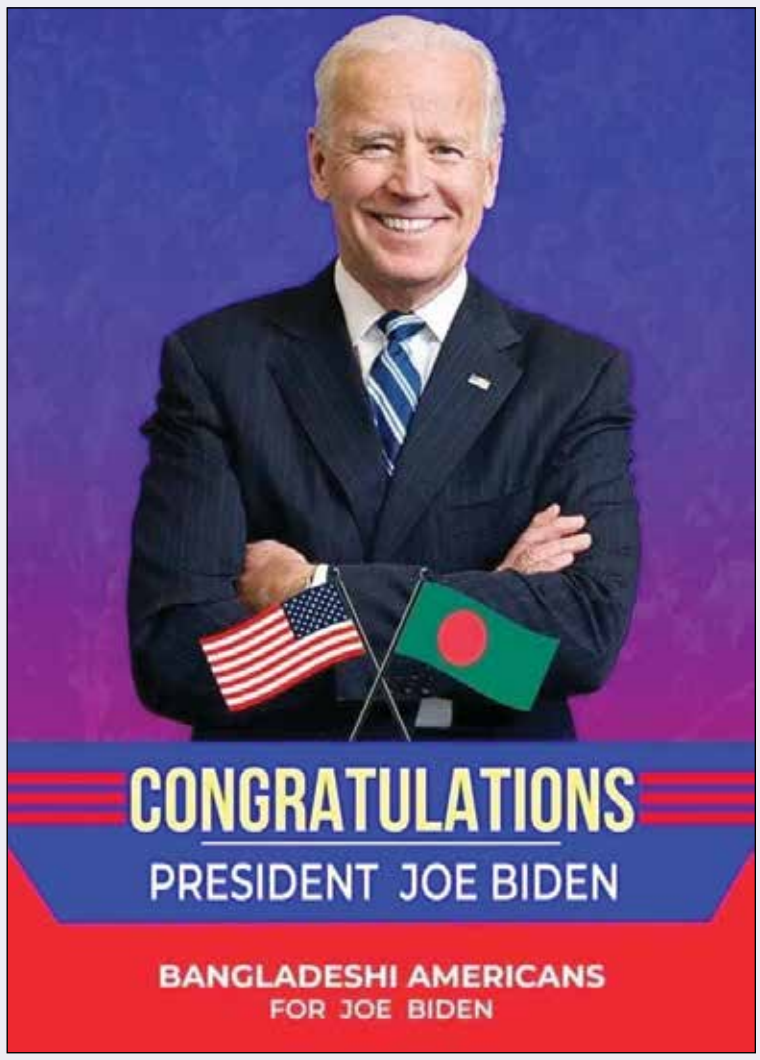

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12
৪

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার চেতনা!

শহীদুজ্জামান কাকন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার চেতনা!

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিন যখনবাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব টল টলায়মান ছিল; তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সুদৃঢ়ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীর এবং পরোক্ষভাবে পুরোজাতির হাল ধরেন

১ম পৃষ্ঠার পর

১৯৭১ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বা মার্চ- এই সময়টাকে আমরা খেয়ালে আনি। সময়টা ছিল উত্তাল। রাজনৈতিকভাবে অস্থির। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ বিজয় লাভ করেছে প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে। সবার দৃষ্টি নব নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন জাতীয় সংসদের অধিবেশনের দিকে। সুনির্দিষ্ট তারিখ হলো ৩ মার্চ ১৯৭১। এই দিন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়। রাজনীতিবিদের রাজনৈতিকভাবে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছিলেন। জ্যেষ্ঠ বাঙালি সেনাকর্মকর্তারা নিজেদের নিয়মে রাজনীতি বহির্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করছিলেন। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জ্যেষ্ঠতম বাঙালি অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার। তিনি ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট। তার পক্ষে প্রকাশ্যে অনেক কিছু করা সম্ভব ছিল না। সৈনিকদের চাকরিরতদের সাথে অন্যতম জ্যেষ্ঠ ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রাম মহানগরের বর্তমান ষোলশহর ২ নম্বর মোড়ের কাছে যেখানে চিটাগং শপিং কমপ্লেক্স আছে, সেখানেই অবস্থিত ছিল অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ভেতরে আবাসনের সঙ্কট থাকায় অষ্টম বেঙ্গলকে ষোলশহরে রাখা হয়েছিল। আরো একটা কারণ ছিল; শিগগিরই তারা পশ্চিম পাকিস্তান চলে যাবে। মেজর জিয়া ছিলেন এই রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক বা সেকেন্ড ইন কমান্ড। তিনি সচেতন ছিলেন যে, শত শত সৈনিক এবং হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী চট্টগ্রামবাসীর নিরাপত্তা ও আশা-আকাংখার সাথে তার কর্মতৎপরতা জড়িত। তাই পুরো মার্চ মাস তিনি এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। আজকের চট্টগ্রাম সেনানিবাসের বায়েজিদ বোস্তামি গেট দিয়ে সেনানিবাসে প্রবেশ করলে ১০০ গজ যাওয়া মাত্রই হাতের ডানে পড়বে 'স্মৃতি অম্লান' নামক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সেখানে গেলেই অনেককিছু জানা যাবে।

২৫ ই মার্চ, ১৯৭১। নিরস্ত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। বাঙালি জাতি দিগ্বিদিক, দিশাহীন। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৫ মার্চ রাতেই। জাতির যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দরকার। কে দিবে ডাক? তখনি চট্টগ্রাম মহানগরের ষোলশহরে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়ে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রথম প্রহরেই শহীদ জিয়া পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেন এবং স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। পুরা জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্পৃহা পেলো।শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। মেজর জিয়ার ঘোষণাই ছিল স্বাধীনতার প্রতিধ্বনি (টাইমস অব ইন্ডিয়া)। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার ছিলেন জিয়াউর রহমান। তিনি সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ড ভেঙে বিদ্রোহ করছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র লুট করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি উসমানী যে ১১ টি সেক্টর করেছিলেন তার এক নম্বর সেক্টর (চট্টগ্রাম - কুমিল্লা) কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়া। মেজর জিয়া আবার জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন। জেড ফোর্সের দপ্তর ছিল ভারতের আসামের তেলঢালায়। মেজর জিয়া যেদিন অস্ত্র লুট করেন সেদিন তার স্ত্রী, পুত্রদের কথা চিন্তা করেননি। একজন সৈনিক বলেছিল স্যার ম্যাডাম আর বাচ্চাদের কি হবে? উনি বলেছিলেন আগে দেশের কি হবে তা চিন্তা কর। উনি আত্মসম্মানবোধস স্পন্ন লোক ছিলেন। তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া (তিনবারের প্রধানমন্ত্রী) এবং তারেক রহমান, আরাফাত রহমান পাকিস্তান আর্মির হাতে বন্দি হয়েছিলেন। তখন জিয়াউর রহমান পাকিস্তানি আর্মি অফিসার জামশেদ কে চিঠিতে লেখেন আমার স্ত্রী, সন্তানদের হেফাজতে রাখবে। নইলে আমি তোমাকে হত্যা করবই।

যা হোক, মূল আলোচনায় ফিরে আসি। মেজর জিয়াউর রহমান ৯ মাস সেক্টর কমান্ডারএবং ফোর্স কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তথাযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হয় তথা আমরা বিজয় অর্জন করি। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে নতুন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্বতন্ত্র পরিচয়ে যাত্রা শুরু করে। আশা করা হয়েছিল, তৎকালীন জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করবেন। কিন্তু একই ব্যাচ বা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলের ১২তম লং কোর্সের সহপাঠী, কিন্তু জিয়াউর রহমান থেকে কনিষ্ঠ, তৎকালীন কে এম সফিউল্লাহকে সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপ্রধান নিয়োগ দেয়। অনেকেই মনে করেছিলেন, জিয়াউর রহমান পদত্যাগ করবেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান দেশের খেদমত করার নিমিত্তে সেনাবাহিনীতে থেকে যান, সরকারের প্রতিপূর্ণ আনুগত্য নিয়ে এবং একজন শৃঙ্খলামুখী অফিসার হিসেবে ১৯৭৫-এর ২৪ আগস্টসকাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে চাকরি করেন। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনী প্রধান হন। ৩নভেম্বর ১৯৭৫, তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের নেতৃত্বেএকটি সেনা-অভ্যুত্থান বা মিলিটারি কু-দ্য-তাঅনুষ্ঠিত হয়। অভ্যুত্থানকারীরা জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে এবং পদচ্যুত করে; যেটা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকেরা পছন্দ করেননি। জিয়াউর রহমান ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ওই দিন যখনবাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব টল টলায়মান ছিল; তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সুদৃঢ়ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীর এবং পরোক্ষভাবে পুরোজাতির হাল ধরেন। বীরউত্তম জিয়াউর রহমান, বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সেনাপ্রধান হন এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

তিনি ছিলেন জনগণের হৃদয়েরমানুষ। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। সামরিক শৃঙ্খলাকে, সামরিক আবেগকে তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়ে আসেন। তার দূরদৃষ্টি মূলক, রাষ্ট্রনায়কোচিত কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে প্রথম পা রাখে; বাংলাদেশ পৃথিবীর জাতিগুলোর মিলনমেলায় নিজের নাম উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত করে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলো, তাৎক্ষণিক প্রতিবেশী অমুসলমান দেশগুলো এবং বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানকারী পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সাথে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইরাক ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। উভয় পক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওই যুদ্ধ নিরসনের লক্ষ্যে যেই তিন সদস্যের তথা তিনজন রাষ্ট্রপ্রধানের কমিটি করা হয়েছিল, সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সর্বোপরি উদীয়মান সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি চীনের সাথে যুগপৎ ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিলে নজিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক বিরোধীরা তার সমালোচনা করতেই পারেন। কিন্তু বিশ্লেষকেরা বিনাদ্বিধায় বলবেন, জিয়াউর রহমান সমন্বয়ের রাজনীতি, সহনশীলতার রাজনীতি, সমঝোতার রাজনীতি ও বহুদলীয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। গবেষকেরা স্বীকার করেন, তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল মানুষের অংশগ্রহণে বিশ্বাস করতেন, কঠোর শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকে দুর্নীতির উর্ধে রাখায় বিশ্বাস করতেন। তিনি তরুণ ও মেধাবীদের রাজনীতিতে আগ্রহী করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। সব কিছু মিলিয়ে তিনি সেনাপতি থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়েছিলেন।তিনি বন্দুকের যোদ্ধা থেকে কোদালের কর্মী হয়ে দেশ গড়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৮১সালের ৩০মে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনীর একটি কুচক্রী মহল বাংলাদেশের উন্নয়নের মহানায়ক জিয়াউর রহমানকে চট্রগ্রামে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশ হারিয়েছে স্বাধীনতার ঘোষক, আমরা হারিয়েছি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ জিয়াউর রহমানকে।

লেখক: শহীদুজ্জামান কাকন ,সুইডিশ সরকারের অর্থনীতিবিদ ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী কিশোরগঞ্জ-২ , উপদেষ্টা,স্বেচ্ছাসেবক দল,কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ায় ঐতিহাসিক মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ঐতিহাসিক মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গত ৮ নভেম্বর ২০২০ সিডনির ল্যাকেম্বার ফাংশন সেন্টারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়া বিএনপির আয়োজিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা মোঃ মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্র নেতা কুদরত উল্লাহ লিটন, অস্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, তারেক উল ইসলাম তারেক, মোঃ কামরুল ইসলাম শামীম (ইঞ্জিনিয়ার) ,স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এএন এম মাসুম, নিউ সাউথ ওয়েলস বিএনপি নেতা এসএম রানা সুমন। যুবদলের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজের পরিচালনায় আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মৌহাইমেন খান মিশু, জেবল হক জাবেদ, মানবাধিকার সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, আব্দুল করিম, আব্দুল মজিদ, নূর মোহাম্মদ খান মাসুম , নিউসাউথ ওয়েলস যুবদলের সভাপতি শেখ সাইদ, মতিউর রহমান, জাহিদ আবেদীন, গোলাম রাব্বী শুভ, এম ডি কামরুজ্জামান, জসিম উদ্দিন, কুদ্দুসুর রহমান, নাসির উদ্দিন বাবুল প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে আজ কোন গণতন্ত্র নেই, ভোটারাধিকার নেই। দেশনায়ক তারেক জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব রক্ষায় আরেকটি বিপ্লবের অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশের ১৭ কোটি জনগণ। বক্তারা ৭ নভেম্বর না হলে আওয়ামী লীগ কখনো বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতে পারতো না বলে উল্লেখ করে বলেন, যে চেতনায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লব হয়েছিল সে একই চেতনাকে বুকে ধারণ করে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আবারো জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

9707 2392

97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

আর্মেনিয়ার সাথে আজরবাইজানের যুদ্ধ জয়ে কার কি লাভ ক্ষতি?

এম এ আজীজ

ভূমিকা: এই যুদ্ধে আজারবাইজান ছাড়াও কয়েকটি দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিল। যথা তুরস্ক, রাশিয়া, ইস্রাইল, ইরান, ফ্রান্স, আমেরিকা ও আরব আমীরাত-সৌদি গ্রুপ।

জাতিসংঘ নামে ৫ অমুসলিম শাসকদের ক্লাব ও বিশ্ব শাসন ও শোষন কারী অমুসলিম নেতারা মুষ্টিমেয় ইয়াহুদি কর্তৃক প্রভাভিত ও তাদেও অর্থের কাছে অনেকটা জিম্মি হয়ে যেভাবে ৭০ বছর যাবত প্যালেস্টাইন জাতিকে তাদের ন্যায্য পাওনা ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত করে ও মানবাধিকার থেকে বি ত করে রিফিউজি বানিয়ে প্রতিদিন পাখির মত হত্যা করেই যাচ্ছে আর বিশ্ব তথাকথিত নেতারা চেয়ে আছে একই ভাবে গত ৩০ বছর যাবৎ আজারবাইজানের ব্যাপারেও একই ভুমিকা পালন করে আসছে। একই ভাবে তারা কাশ্মীরের জনগনের অত্যাচার অবিচার হত্যা লুট ধর্ষন গত ৭০ বছর যাবৎ দেখেও না দেখার ভান করে আছে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিমদেরকে ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিসালী করা সত্বেও সঠিক নেতা বা নেতৃত্বের অভাবে আজকে সাধারন মুসলিমেরা নিজ দেশে ও পর দেশে মার খাচ্ছে। রাখাল ছাড়া মেষদের যে অবস্থা আজকে দেশে দেশে মুসলিমদেরও একই অবস্থা। হিংস্র পশুরা যেভাবে বিচ্ছিন্ন পশুকে খুব সহজে শিকার করে খেয়ে নেয় এমনি ভাবে আজ সমগ্র মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে এক এক করে শিকার করে নিজেদের সুবিধা মত ইচ্ছামত শোষন ও শাসন করছে। বহু চেষ্টা করেও কিছু ক্ষমতা ও গদি লোভী জন বিচ্ছিন্ন শাসকদের জন্য আজ ২০০ কোটি একটি সমৃদ্ধ জাতির ৫৭টি মুসলিম দেশকে সঠিক অর্থে এক কাতারে একতা বদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। অথচ আল্লাহ পাক তাদের এক হয়ে চলার মত সর্বপ্রকারের সম্পদ দিয়ে রেখেছেন। এবং আল্লাহ স্বয়ং কোরান শরীফে একতা বদ্ধ হয়ে ইসলামকে ধারন ও পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজারবাইজানের লাভ-ক্ষতি: আজারবাইজান জান মাল কোরবানী করে শেষ পর্যন্ত শতভাগ সফল ও আনন্দে মাতোয়ারা। সারা দেশে আনন্দের ও মিছিলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। জনগন রাস্তায় নেমে জয়ের আনন্দ মিছিল করছে। আজারবাইজানে ও তুরস্কের পতাকা নিয়ে আনন্দ করছে। শেষ পর্যন্ত তুরস্কের সাহায্যে প্রস্তুতি নিয়ে ও আধুনিক অস্ত্র যোগাড় করে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য এবার ২৭ সেপ্টেম্ব কোমর বেঁধে নেমেছিল। তুরস্ক সরকার সাথে সাথে ঘোষনা দিল, তারা আজেরী ভাইদের পাশে সর্বশক্তি নিয়ে তাদের নিজস্ব ভুমি উদ্বারে সাথে আছে ও থাকবে। অত্যন্ত কৌশলের সাথে ইস্রাইলের সাথেও ভাল সম্পর্ক রেখে কিছু ড্রোন ও সামরিক অস্ত্র যোগাড় করেছে। ইস্রাইলও তাদের তেলের চাহিদা মেটাতে আজার বাইজান থেকেই নিচ্ছিল। এছাড়া দীর্ঘ দিনের শত্রুভাবাপন্ন ইরানের বিরুদ্ধে সুবিধা নিচ্ছিল। আজারবাইজানের নিজের ভূখন্ডে ও লাগোয়া ইরানের ভূখন্ডে একই বংশদ্ভুত আজেরীদেরকে ইরানের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্ট চালিয়ে যাচ্ছিল।

আজারবাইজান তার ৩০ বছর পূর্বের পরাজয়ের অপমান ও ৩০ হাজার শহীদের রক্তের ত্যাগ এই জয়ের মাধ্যমে ক্ষতি পুরন হয়ে গেল।

নাগার্নো কারাবাখের স্বর্নের খনি ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ আবার দখলে পেলো। গত ৩০ বছর যাবৎ আর্মেনিয়া ও তার পৃষ্টপোষকেরা আজারবাইজানের স্বর্ন সহ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ লুট পাট করে নিয়ে যাচ্ছিল। এখন সে সম্পদ নিতে অক্ষম হয়ে বুক থাপাড়াচ্ছে ও মাতম করছে। ৩০ বছর পূর্বে আর্মেনীয় দ্বারা প্রায় নিজেদের শত বছরের বংশানুক্রমে চলে আসা ভিটে মাটি, ব্যবসা বানিজ্য সব ছেড়ে রিক্ত হাতে দশ লাখ আজেরী মুসলিমেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে জান নিয়ে আজারবাইজানের মেইন ভূখন্ডে আশ্রয় নেয়।সেখান থেকে তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশে অনেকেই রুজি রুটির খোজে আশ্রয় নেয়। এই দশ লাখ নাগার্ন্যো কারাবাখের অধিবাসী বিভিন্ন দেশে থাকা সবাই আবার নিজ ভিটা মাটিতে প্রত্যাবর্তন করা শুরু করেছে। তাদের দীঘ দিনের আশা আজ পূর্ণ হওয়ার পথে। তারা অথবা তাদের মত ভুক্তভুগীরাই বলতে পারবে যে এক সময় অন্যায়ভাবে বিতাড়িত লোকেরা যখন আবার নিজ ভিটে মাটিতে আসে তখন কি যে আনন্দ তা অন্যরা না বুজলেও তারা তারা ও তাদের মত ভুক্তভুগীরা বলতে পারবে।

আজারবাইজান সারা বিশ্বের কাছে জানিয়ে দিল যে আজারবাইজান এখন থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী জাতি ও দেশ। আজারবাইজানকে আর কেউ একটি দুর্বল দেশ ভাবলে ভুল করবে। আজারবাইজান এটাও প্রমান করলো যে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী না হলে বিশ্ব মোড়লেরা তাদেরকে নিয়ে খেলেই যাবে। কোন দিন সমস্যা বা ন্যয্য পাওনা বিশ্ব মোড়লেরা সমাধান করে দেবেনা। নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরকেই করতে হবে। আর তা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে স্বাবলম্বী হতে হবে তা হলেই বিশ্ব দরবারেও জাতি হিসাবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আজারবাইজান সেই সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হলো।

এই যুদ্ধে আর্মেনীয়া বাধ্য হয়ে আজারবাইজানকে তার বিচ্ছিন্ন একটি অংশ নাকচিবান ও আজারবাইজানের মধ্যে সড়ক দিতে রাজী হলো। যে রাস্তা দিয়ে আজারবাইজান তার দুই অ লের মধ্যে নির্বিঘ্নে মানুষ ও যে কোন যানবাহন যাতায়াত করতে পারবে। এই সুবিধা তুরস্কও পাবে। কারন এই এলাকাটি তুরস্কের সাথেও সংযুক্ত। এতদিন ইরানের ভূমি ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা করছিল।

আর্মেনিয়ার লাভ ক্ষতি: কথায় আছে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। একদিকে জয়ে আজারবাইজানে খুশির মিছিল চলছেই, অন্যদিকে আরমেনিয়াতে ক্ষোভে জনগন পরাজয়ের গ্লানিতে রাস্তায় নেমে পার্লামেন্টে প্রবেশ করে স্পীকারকে মেরে জখম করেছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে প্রবেশ করতে গিয়ে নিরাপত্তা বাহীনির বাধায় প্রধানমন্ত্রী জানে বেঁচে গেছে। ইতিমধ্যে পররাস্ট্র মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জন রোষের কাছে নতি স্বীকার করে পদত্যাগ করেছে। আর্মেনিয়া জনবল ও ভূমির আয়তনে আজারবাইজানের এক তৃতিয়াংশের চাইতেও কম। এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও আজারবাইজানের ধারে কাছেও নাই। তারপর শুধু রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সমর্থনে ও ফ্রান্সের মত ইসলাম মুসলিম বিদ্বেষী পশ্চিমাদের সাহায্য ও প্ররোচনায় প্রায় ৩০ বছর পূর্বে আজারবাইজানের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে ২০% ভুমি দখল করেছিল এবং যুদ্ধ ছাড়া ছাড়তে রাজী নয়।

তুরস্কের লাভ ও ক্ষতি: যদিও আজারবাইজান যুদ্ধে আরমেনিয়াকে চরম শিক্ষা দিয়ে পরাজিত করেছে কিন্তু তার পিছনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে সর্বাত্বক সাহায্য নিয়ে তুরস্কই ছিল। তুরস্ক গত কয়েক বছর থেকে আজারবাইজানের সামরিক বাহীনিকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে যুদ্ধ করার যোগ্য করে তুলেছে। এবং নিজেদের আবিস্কৃত সকল অস্ত্র সরবরাহ করে যুদ্ধের জন্য মজুদ করছিল। কৌশলে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্যে ইস্রাইল ও রাশিয়াকেও বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ করে তেল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়া ও ইস্রাইল থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। যে কারনে যুদ্ধের সময় তারা কোন প্রকার বিরোধিতা করেনাই এবং আর্মেনিয়াকে কোন সাহায্য কে নাই বললেই চলে। আর্মেনিয়ার সাথে রাশিয়ার সামরিক চুক্তি ও নিজস্ব সৈন্য আর্মেনিয়াতে থাকা সত্বেও এবার সুর বদলিয়ে কৌশলে বলে দিয়েছে আমাদের সাথে আর্মেনিয়ার সামরিক চুক্তি শুধু আর্মেনিয়ার মূল ভূখন্ড আক্রান্ত হলেই সাহায্য করার কথা ও করবো। কিন্তু নাগর্নো কারাবাখ হলো আজারবাইজানের ভূমি। সেখানে রাশিয়া জড়িত হবেনা। যদিও শেষ মুহূর্তে আর্মেনিয়াকে চরম অপমান জনক পরাজয় ও খুনখারাবি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এসবের পিছনে তুরস্কই প্রধান খেলোয়ার। তুরস্কের কারনেই রাশিয়া এই কৌশল অবলম্বন করছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তুরস্ক তার সামরিক কলা কৌশল, ড্রোন, ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় অস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করে রেখেছিল। এবং যুদ্ধের সময় এফ১৬ যুদ্ধ বিমান ও ড্রোন চালানোর মত সব ইঞ্জিনিয়ার কলা কৌশলী যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু দিন পূর্বে যৌথ সামরিক মহড়ার নামে আজারবাইজানে মোতায়েন ছিল। যদি অন্য কোন শক্তি আর্মেনিয়াকে সাহায্য করতে চাইতো তবে তুরস্ক প্রকাশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ন হতো। এটা বাহিরের খেলোয়ারদের বিশেষ করে রাশিয়ার ও ফ্রান্সের ভাল জানা ছিল। যে কারনে ম্যাক্রো লোক দেখানো লাফালাফি করলেও আসলে কোন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে নাই। রাশিয়া এই মুহূর্তে এক ক্ষদ্র ও দুর্বল ৩০ বছর পূর্বে জবরদখলকারী আর্মেনিয়ার পক্ষ নিয়ে তুরস্ক ও আজারবাইজানকে বর্তমানের শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দুটো দেশকে কোনভাবে হাত ছাড়া করতে চায় নাই। এছাড়া আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকল পাসীনিয়ান প্রায় দু'বছর আগে রাশিয়ার সম্মতি ছাড়াই ভেলবেট রেভ্যুলেশনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। কৌশলে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে পশ্চিমাদেও সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়া যাচ্ছিল। যা প্রেসিডেন্টের সহ্যের বাহিরে তাই পাসীনিয়ানকে সুযোগমত শাস্তি দিয়ে অন্যদেরকেও বুঝিয়ে দিলো জর্জিয়া, ইউকরেইন ও আর্মেনিয়া থেকে এই অ লে যেন সবাই সাবধান হয়ে যায়।

আজারবাইজানের জয়ের মধ্য দিয়ে তুরস্ক বিভিন্ন দিক থেকে লাভবান হয়েছে। প্রথমত: বিশ্বব্যাপী তুরস্কের নব উত্থান জানান দিল। তুরস্কের অস্ত্র ও সামরিক কৌশল এখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসা পাচ্ছে। প্রথমে সিরিয়া তারপর লিবিয়া সর্বশেষ আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে সবাই দেখতে পেয়েছে তুরস্কের বৈশ্বিক সক্ষমতা। তুরস্কের বিভিন অস্ত্র সামগ্রীর বিশেষ করে ড্রোনের বিশ্বব্যাপী চাহিদা বেড়ে গেছে। অতএব এরই মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এই যুদ্ধে জয়ের কারনে আর্মেনিয়া বাধ্য হয়েছে তুরস্কের সীমান্তে আজারবাইজান এর এক বিচ্ছিন্ন কিছু অংশ নাকচিবান নামে ছিল। তার সাথে আজারবাইজান এর মূল ভূখন্ডের সাথে সংসযোগ রাস্তা দিতে বাধ্য হলো। ঐ রাস্তা দিয়ে মানুষ ও যে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারবে। আর এই রাস্তা দিয়ে তুরস্ক আর অন্যান্য তুরস্ক ভাষা ভাষী দেশে যথা উজবেকিস্তান, কাজাখস্থান, কিরগিজিস্থান টার্কমিনস্থান সহ সেন্ট্রাল এশিয়ার রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে খুব সহজে অল্প সময়ে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে। তাতে ঐ দেশ গুলোর সাথে ব্যবসা বানিজ্য অনেক গুন বেড়ে যাবে। ওসমানী খেলাফতের সময় এই এলাকাগুলো তুরস্কের অংশ হিসাবে ছিল। গত ৩০ বছর তুরস্ক মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর সাথে কয়েক হাজার মাইল ঘুরে জার্জিয়া হয়ে স্থল পথে যোগাযোগ রাখছিল যা অত্যন্ত ব্যয়বহূল ছিল।

তুরস্ক তার জালানী আমদানী আজারবাইজান থেকে বর্তমানে আরও বাড়িয়ে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে যাবে। এছাড়া আজারবাইজান বিশ্ব এরেনাতে তুরস্কের সাথে এক সাথে কাজ করতে পারবে। আজারবাইজান আলিক শক্তি হিসাবে উত্থান হবে এবং তুরস্ক আলিক ও বিশ্ব শক্তি হিসাবে উত্থান হতে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের ভূমিকা: বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় ৩০ বছরের পূর্বেও যুদ্ধে পাকিস্তান আজারবাইজানকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। ৩০ বছর পূর্বে পাকিস্তান নিজেও বর্তমানের মত শক্তিশালী ছিলনা। এবারও খবরে প্রকাশ তুরস্কের পরই পাকিস্তান এবার সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে প্রথম থেকেই সাহায্য করছিল। বর্তমানে একমাত্র মুসলিম দেশ আনবিক বোমার অধিকারী। এবং বিভিন্ন অস্ত্র এমনকি জে১৭ জংগী বিমান ট্যাংক, মিজাইল সহ অন্যান্য অস্ত্র তৈরীতে চিনের সহায়তায় বানাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পূর্ববতী অধিকাংশ দুর্নীতিবাজ স্বার্থপর সরকার গুলো, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ দেশটিকে লুটপাট করে দেশের অর্থকে বিদেশে পাচার করে একটি ভঙ্গুর অর্থনীতিতে পরিনত করেছে। ইতিমধ্যে দীর্ঘদিনের সৌদির সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক ছিল তাদের যথেষ্ট সাহায্য পাকিস্তান অর্থনীতিতে ছিল।সৌদিদের অনৈতিক, অনৈসলামিক এবং অযাচিত পাকিস্তানের আভ্যন্তরিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কারনে কিন্তু তা খারাপ এর দিকে দিকে যাচ্ছে। পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীরা ছাড়া সবাইর মতে দীর্ঘ ৭০ বছরের পর বর্তমান একজন দেশ দরদী সৎ যোগ্য বিশ্বখ্যাত সাবেক ক্রিকেটার ইমরান খানের মত নেতা পেয়েছে। কিন্তু দেশ পরিচালনা করার মত অর্থ নাই। সৌদিরা তাদের কর্জ দেয়া অর্থের জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে এমনকি বাকীতে যে জালানী সরবরাহ করতো *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

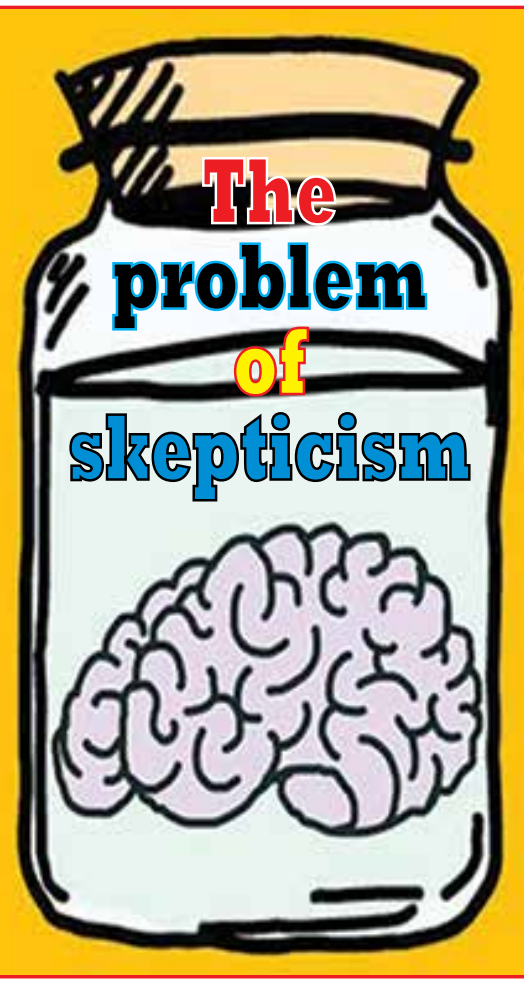

১৫

আতিকুর রহমান

বেশ কিছুদিন ধরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ শুরু হয়েছে। বিকাল হয়ে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়লেও সূর্য উত্তাপ এখনো কমেনি। গ্রামের সকলেই এসময় ঘরে অলস সময় পার করছে। পারতপক্ষে কেউই বাহিরে যাওয়া পছন্দ করছেনা। এমন পরিবেশেই আহমদ সৌরভদের বৈঠকখানায় বসে আছে। সাথে অন্যদিনের মতোই গোপাল, হুমায়ুন, বিকাশ আর সৌরভ রয়েছে। বিকালের এ অলস সময়টি আজকেও ভালোই কাটবে মনে হচ্ছে সকলের।

গত দুইদিন সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া দু'টি ঘটনার আলোচনা হয়েছে। এর আগে আহমদ, গোপাল আর হুমায়ুনদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল ইসলামে বিবাহের বিভিন্ন বিষয়। আজ তারা সেই পূর্বের আলোচনাতেই ফিরে যেতে চাচ্ছিল। বিকাশই আজ প্রথম শুরু করলো।

- আহমদ ভাই, ইসলামে তো বিয়ের বিষয়টা আপনি আলাপ করেছেন। ম্যাক্সিমাম চারটা বিয়ে ইসলামে পারমিট করে। একসঙ্গে চারজন বা এর কম সংখ্যক স্ত্রী একসাথে কেউ রাখতে পারে। বনি-বনা না হলে স্ত্রীকে তালাক দেয়াও যেতে পারে। তিন তালাক দেয়ার পর সে স্ত্রীকে নাকি আর নেয়া যায়না যদিনা সে স্ত্রীকে অপর কারও কাছে বিয়ে দেয়া হয়।

গোপাল যোগ করলো: জি, আমি হুমায়ুন আজাদের এক বইতে এরকমই পড়েছি। সে বলেছে এটা মেয়েদের উপর একধরণের জুলুম। সে কেন অপর একজনকে বিয়ে করতে যাবে? আর আবার তাকে ফিরিয়ে এনে বিয়ে করা হবে। তালাক তো মেয়েটি দেয়নি, দিয়েছে পুরুষ। তাহলে মেয়েদের সাথে এমন আচরণ কেন? অনেকটা খেলার পুতুল অথবা পণ্যের মতো আচরণ করা হলো না ?

- গোপাল দা, আপনারা যে বিয়ের কথা বললেন এধরণের বিয়েকে হিল্লা বিয়েও বলে। আসলে তালাক একটি অপছন্দনীয় কাজ। ইসলামে হালাল বিষয়বস্তুর মাঝে সর্বনিকৃষ্ট হালাল হোল তালাক। তিনবার তালাকের পর স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আর হালাল নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেনঃ

তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। [সূরা আল বাক্বারাহ: ২৩০]

অর্থাৎ এধরণের বিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। প্রয়াত ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। এ বিষয়ে তিনি কি বলেছিলেন জানেন? তিনি বলেছিলেনঃ যে স্ত্রীকে একবার তালাক দেয়, সে খারাপ লোক। যে দ্বিতীয়বার তালাক দেয় সে বেশী খারাপ লোক আর যে তৃতীয়বার তালাক দেয়, সে সবচেয়ে বেশি খারাপ লোক। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় সে সাধারণ বুদ্ধির বিবেচনাতে বুঝা যায় অসহিষ্ণু, অধৈর্য্যশীল, বদ-মেজাজী ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ। ইসলাম এ ধরনের ব্যক্তির সাথে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার এক সাথে থাকাকে হারাম করে দিয়েছে।

ডঃ জাহাঙ্গীর স্যারের ব্যাখ্যা মতে আল্লাহ তা'আলা একজন নারীকে অস্থীতিশীল অবস্থার মাঝে ফেলতে চাননি। কেননা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সহজে হালাল হিসেবে নেয়ার সুযোগ থাকলে উল্লেখিত ব্যক্তি হয়তো স্ত্রীকে চতুর্থবার বা পঞ্চমবার বা তার চেয়েও অধিকবার তালাক দিতো। আর এতে তালাকপ্রাপ্তার জীবন অসহনীয় হয়ে উঠতো। আল্লাহ নারীকে অমর্যদার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। নারী তো কারো খেলার পুতুল নন। আল্লাহ নারীকে নতুন বিয়ের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করার পথকে উন্মুক্ত করেছেন। নতুন স্বামী মারা গেলে অথবা তালাকপ্রাপ্ত হলে সে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে গ্রহন করতে পারবে। অর্থাৎ এটা হবে নারীর ইচ্ছায়, পুরুষের ইচ্ছায় নয়। অর্থাৎ নারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তবে এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট হলো। যদি তালাক প্রদানকারী স্বামীকে হালাল করার নিয়তে কোন বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে, সে বিয়ে ইসলামে গ্রহনযোগ্য নয়। আর পরবর্তী স্বামীও মহিলাটির জন্য হালাল হবেনা। এটা অনেকটা আল্লাহ তা'আলার সাথে চালাকি করার মতো। আর এজন্যই এধরণের বিয়ে সঠিক হবার জন্য শরীয়ত যে শর্ত দিয়েছে তা হলো: নতুন স্বামীর সাথে অবশ্যই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাটির যৌন সম্পর্ক হতে হবে। এটি অন্যতম এক শর্ত। [সুত্রঃ ফাতওয়া আল-তালাক, শেইখ আবদ আল-আজীজ ইবনে বায, ১/১৯৫-২০১]

আপনি নিশ্চয় আমার সাথে একমত হবেন এর পর তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার ব্যাপার আগ্রহী হবেনা। মেয়েটি কিন্তু এখন আর পণ্য হয়ে থাকলো না।

হুমায়ুন শক্ত মুখ করে বললোঃ বুঝলাম আহমদ, কিন্তু মেয়েদের শুধু তালাক দেয়া হবে আর মেয়েরা তালাক দিতে পারবেনা এটা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারিনা।
- হুমায়ুন, তোমাকে কে বলেছে তালাক শুধু পুরুষের এখতিয়ারে। মেয়েরাও তালাক দিতে পারে। মেয়েদের তালাক দেয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'খুল' বলে। যদি স্ত্রীর কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ থাকে তবে সে তার স্বামীর নিকট থেকে খুল বা বিচ্ছেদ চাইতে পারে। স্বামী এতে অনুমতি না দিলে সে কাজী বা বিচারকের শরণাপন্ন হতে পারে। কাজী এটা ফয়সালা করবে। আল্লাহর রাসূলের যুগে এধরণের ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর এই অধিকার প্রসঙ্গে আয়াতও নাজিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

....কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম। [সূরা আল বাক্বারাহ:২২৯]

এখানে বিনিময় বলতে স্ত্রীকে দেয়া মোহর বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খুলের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে তার নেয়া মোহর স্বামীকে ফেরত দিতে হবে।

চলবে....

অবশেষে মৃত্যুর কাছ হেরে গেল বাংলাদেশী ছাত্র রিফাত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বাংলাদেশী ছাত্র রিফাত মোস্তফা(২৫) অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মেনেছে। ২ নভেম্বর সিডনির ব্লাকটাউন হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আহত হওয়ার পর ৪ বছর চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছে ২৫ বছর। ৬ নভেম্বর শুক্রবার রুটিহিল মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রিফাতের বড় ভাই জানান, ২০১৬ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি সিডনির বেলমোরের ক্যান্টারবারী রোডে রাত প্রায় ৩.৪০ মিনিটে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয় রিফাত মোস্তফা। এসময় আহত ছাত্র ফাহিম রহমান অনিক ও সাকলায়েন হাসান উৎসের মৃত্যু হয়। রিফাত পর্যায়ক্রমে,সেন্ট জর্জ হাসপিটাল,লিভারপুর হাসপাতাল এবং ব্লাকটাউনের হোম কেয়ারে চিকিৎসাধীন ছিল।২০১৪ সালে সিডনি প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (ইউটিএস) ব্যাচেলর অব কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় আসে।

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় যাবত সিডনি থেকে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানতম বাংলা কমিউনিটি সংবাদপত্র সুপ্রভাত সিডনি। দীর্ঘদিন থেকে আমরা কমিউনিটি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক খবর ও মতামত প্রকাশ করছি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে। আমাদের এ অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটি সুপ্রভাত সিডনির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্বাক্ষাতকারের ভিডিও চিত্রগুলো প্রচারের জন্য। আমাদের এ পথচলায় সাথে থাকার জন্য সকল লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন : suprovat.ceo@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12

ইসলামী বার্তার ডিজিটাল মিডিয়া ষ্টুডিওর শুভ উদ্বোধন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্যান-প্যাসিফিক ভিশন ইনকর্পোরেটেড-এর একটি প্রজেক্ট ইসলামী বার্তার এ ষ্টুডিও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচার ও সমাজসেবামূলক কাজের জন্য সুপরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ইসলামিক প্র্যাকটিস ও দাওয়াহ সার্কেলের সহযোগিতায় প্যান-প্যাসিফিক ভিশন বিগত বছরগুলোতে গণমাধ্যম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান আদর্শকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গত ১লা নভেম্বর ২০২০ রবিবার সিডনির সেন্ট মেরিসে ইসলামী বার্তার ডিজিটাল মিডিয়া ষ্টুডিও উদ্বোধন করা হয়।

স্টুডিও উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত বক্তব্যে প্যান-প্যাসিফিক ভিশনের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেলের নিউ সাউথ ওয়েলস শাখার মিডিয়া সেক্রেটারী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. সাদেক আহমেদ জানান, নানা প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মানুষদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইসলামী বার্তা ধীরে ধীরে বর্তমানের অবস্থানে এসে পৌছেছে। ডিজিটাল মিডিয়া স্টুডিওটি ওয়েবসাইটের মানোন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে আইপিটিভি বাস্তবায়নের যাত্রাপথে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

ইসলামী বার্তার উপদেষ্টা এবং চার্লস স্টার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিবলী সোহায়েলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় অংশ নেয়া অতিথিবৃন্দের মাঝে ছিলেন অস্ট্রেলেশিয়ান মুসলিম টাইমস পত্রিকার সম্পাদক জিয়া আহমেদ, চ্যারিটি রাইট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান ডা. নাঈম ইসলাম, ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেলের সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট ড. রফিকুল ইসলাম, সংগঠনটির সেন্ট্রাল ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকোশলী মনির হোসাইন, প্রাক্তণ এনএসডব্লিউ প্রেসিডেন্ট আবদুল গণি, সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারী আবদুল মতিন, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম, পত্রিকাটির সম্পাদক ড. ফারুক আমিন, সিডনি-প্রবাসী কবি, লেখক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নাইম আবদুল্লাহ, বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব রাশেদ খান প্রমুখ।

ইসলামী বার্তা ওয়েবসাইটটি বিগত তিন বছর যাবত নিয়মিত ইসলামী তথ্যকণিকা, সংবাদ, প্রবন্ধ, প্রশ্নোত্তর এবং নানা ভিডিও অনুষ্ঠান প্রকাশ করে আসছে। পাঠক সমাদৃত ওয়েবসাইটটি ইসলামী জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ডিজিটাল কন্টেন্টস তৈরির উপর আরো জোর দেয়ার পরিকল্পনা করছে বলে আলোচকবৃন্দরা জানান। তারা বলেন, এ লক্ষ্যেই উন্নতমানের ভিডিও তৈরির সুবিধার্থে অত্যাধুনিক চলচ্চিত্র ও শব্দ ধারণের সুবিধাসম্পন্ন এ ডিজিটাল মিডিয়া স্টুডিওটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়ার অস্ট্রেলিয়ায় জাতি-বর্ণ-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল ঘরানার ও প্রেক্ষাপটের মুসলিম কমিউনিটির

নানা সংগঠন এবং সক্রিয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ ইসলামী বার্তার সাথে সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডের আওতায় এ ষ্টুডিওটি ব্যবহার করে নিজেদের জন্যও ভিডিও কন্টেন্টস তৈরির সুযোগ পাবেন বলে আয়োজকরা জানান। এছাড়াও আলোচকবৃন্দ তাদের বক্তব্যে ওয়েবসাইট, আইপিটিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যমমূলক প্রজেক্টের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নানা পরামর্শ দেন এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ সবার মাঝে প্রচারের জন্য এসব কর্মকান্ডের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে 'ইসলামে গণমাধ্যমের গুরুত্ব' শীর্ষক সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেন্ট মেরি'স মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও ইসলামী বার্তার প্রধান সম্পাদক শায়খ মুহাম্মদ আবু হুরায়রা। মসজিদ পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী ও ওয়েষ্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আতাউর রহমান তাঁর বক্তব্যে মসজিদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা দিয়ে ইসলামী বার্তার সাথে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্যান প্যাসিফিক ভিশনের প্রধান পরিচালক প্রকৌশলী ইরতাজ আহমেদ তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সকল পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্খীদের ধন্যবাদ জানান। আলোচনা সভা শেষে ডা. সাদেক আহমেদ সেন্ট মেরি'স মসজিদ কম্পাউন্ডে অবস্থিত ডিজিটাল মিডিয়া স্টুডিওটির উদ্বোধন করেন। এসময় প্যান প্যাসিফিক ভিশন ও ইসলামী বার্তার সকল পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অত্যাধুনিক আলোকনিয়ন্ত্রণ, শব্দগ্রহণ এবং চলচ্চিত্রধারণ ব্যবস্থা, শব্দশোষণ প্রযুক্তি সহ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারের এডিটিং প্যানেল সম্বলিত ষ্টুডিওর মাধ্যমে ইসলামী বার্তা কর্তৃপক্ষ নানা গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আলেম এবং শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণে আয়োজিত টকশো, সাক্ষাতকার, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি অনুষ্ঠান রেকর্ড করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

জাপান বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৮ নভেম্বর ২০২০ রবিবার টোকিও হিগাশীজুজু হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জাপান শাখার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি জাপান শাখার সভাপতি আলহাজ্ব নুর-এ-আলম (নূরআলী)'র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সোসাইটি জাপানের সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি জাপান শাখার প্রধান উপদেষ্টা এমডি, এস, ইসলাম নান্নু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী, ঢাকা ক্লাব জাপানের সভাপতি, সাবেক ছাত্র নেতা, বিএনপি জাপান শাখার সহ-সভাপতি এমদাদ মনি। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা, বিএনপি জাপান শাখার যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ডিও। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ নজরুল ইসলাম রনি, জাপান বিএনিপর সিনিয়র নেতা মোঃ জসীম উদ্দিন, সিনিয়র নেতা ও সহ প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দপ্তরী। সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুর খান রনির পরিচালনায় মোঃ আবুল খায়ের ভূইয়ার কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়। এরপর বিএনপির নেতাকর্মীসহ করোনায় মৃত সকলের রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য বর্ণনা উল্লেখ করে জাপান বিএনপি সভাপতি আলহাজ্ব নুর-এ-আলম নুরআলী তার সমাপনী বক্তব্যে জানান, নতুন প্রজন্ম গতিশীল নতুন মুখ রাজনীতির গতিকে ত্বরান্বিত করায় যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতাদেরকে দিয়ে বিএনপি জাপান শাখা নতুন কমিটি উপহার দিতে সক্ষম হব বলে মনে করি। আওয়ামী বাকশালী খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে রাজপথে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী খুনি হাসিনার পতন ঘটাবে ইনশাল্লাহ।

প্রধান অতিথি এমডি এস ইসলাম নান্নু সকলকে বিভক্তি ভুলে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যোগ্য নেতাকে অবশ্যই যথাযোগ্য স্থানে সম্মান দেওয়া হবে। আওয়ামী বাকশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলে দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি করে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে।

বিশেষ অতিথি সহসভাপতি মনি এমদাদ দীর্ঘ প্রায় দশবছর নতুন কমিটি না হওয়ায় দলের যোগ্য নেতাকর্মীকে মূল্যায়ন করা যাচ্ছে না দাবি করে তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় মুলদলসহ অংগসংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষে কাজ করে আসছি। সকলের চেষ্টায় দল এখন সুসংগঠিত। তাই প্রথমে সম্মেলনের মাধ্যমে অংগসংগঠনের পূর্ণ কমিটি, স্বল্প সময়ের মধ্যে সকলকে নিয়ে ঘোষণা করা হবে। পর্যায়ক্রমে সম্মেলনের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের ভোটে অতি দ্রুত মুলদল গঠন করা হবে।

প্রধান বক্তা সাবেক ছাত্র নেতা বিএনপি জাপান শাখার যুগ্ম সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ডিও বলেন, স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযাদ্ধা, বীর উত্তম, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে যেভাবে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি হয়েছিল। সেভাবে আর একটি জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দরকার। যেখানে নের্তৃত্ব দেবেন তারুণ্যের অহংকার ভবিষ্যৎ রাষ্টনায়ক তারেক রহমান। তাই দলের প্রতি সকলকে একাত্ম□তা প্রকাশ করে জনমত গড়ে রাজপথে সংগ্রাম করে হাসিনার পতন ঘটাতে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ নজরুল ইসলাম রনি, সিনিয়র নেতা মোঃ জসীম উদ্দিন, সিনিয়র নেতা ও সহ প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দপ্তরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক যুবদল জাপান শাখা শেখ মাকছুদ আলী মাসুদ, চিবা জেলা বিএনপি'র সভাপতি শেখ রফিকুল ইসলাম রফিক, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহিন, কানাগাওয়া জেলা বি এন পির সভাপতি মোঃ আবতাফ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান পল, প্রচার সম্পাদক স্বপন বেপারী, বিএনপি জাপান শাখার আব্দুল হাইয়ুল, তানভির আহমেদ, সামছুল হুদা রুমন, যুবদলের মোঃ আবুল খায়ের ভুইয়া, মোঃ নজরুল ইসলাম রাজীব, মোঃ মনির হোসেন, হারুন রাজু, মুজাহিদুর রাহমান জুয়েল, মাহফুজুর রাহমান সাহেল, আনিসুল ইসলাম আনিস, সুমন ভূইয়াঁ, নূরুল হায়দার, নাসির হোসেন, জাহিদ হাসান জুয়েল, মাহবুবুর রাহমান আজাদ, মোঃ মনির হাসেন ইমরান. মোঃ আকরাম রাজীব, নুরুল হায়দার, মোঃ জাকির হোসেন, মাহাবুবুর রহমান আজাদ, মাহফুজ আহমেদ, আব্দুস সাত্তার, স্বেচ্ছাসেবক দলের মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জনি, ওমর ফারুক রিপন, রফিকুল ইসলাম, সাজ্জাদ শাহরিয়ার,আরমান ভূইয়াঁ, জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ মিঠু, মোঃ ওমর ফারুক, তানভীর হাসান, লিটন মাহমুদ, জহুরুল ইসলাম, জুবায়ের সানি, মইনুল, ফয়সাল, নাফিজ আহমেদ, মাইন উদ্দিন, বাবুল হোসেন সুমন। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আনোয়ার হোসেন রনি, মোল্যা সেলিম আহমেদ, শরীফ শিকদার, শাকিল রহমান,শাহরিয়ার আহমেদ সিফাত।

সময় স্বল্পতার কারণে অনেকেই বক্তব্য দিতে পারেনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাসির হোসেন, রাশেদুল হাসান, মোঃ সজিব মিয়া, মারুফ হোসেন, সিফাতুর রহমান, মোবারক হোসেন সোহাগ, সোহেল রানা, মোল্যা শাহীন আহমেদ, শাহ পরান, রিদোয়ান আহমেদ দুজয়, এমদাদ নিরব, এমদাদুল হক, জহির হোসেন, শাকিল হোসেনসহ অসংখ্য ছাত্রদল নেতাকর্মী।

বক্তারা আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর শুধু একটা তারিখই ছিল না, এটা ছিল সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক, ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন এবং জনগনকে সুরক্ষা করে উন্নয়নের দিক নির্দেশনার এক সংগ্রামের নাম "জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস"। যেখানে সিপাহী জনতার সম্মিলিত সংগ্রামের সফলতা ৭ নভেম্বর। আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। স্বাধীনতার ঘোষক, বীরমুক্তিযাদ্ধা, বীরউত্তম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মুক্তির মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান। পরবর্তীতে বাকস্বাধীনতা, বহুদলীয় গণতন্ত্র সৃষ্টি করে ১৯ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জনগণকে উপহার দেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12

ABSC INC. HOLDS MEDIA CONFERENCE TO

From page 1

of EKONOMOS, the official ABSC Inc. business affairs magazine in late November this year.

More than thirty VIPs and guests enjoyed the five-star venue's sumptuous food and unlimited beverages in the exquisitely decorated Bel Parco function room to celebrate this significant milestone in the Council's history as the association expands its pervasive influence and visibility as one of the nation's premier business management consultant forums.

ABSC Inc. president, Dr Frank Alafaci welcomed the audience with an overview of the aims of the Council which seeks to enhance Australian trade links and investment opportunities with our known regional commercial partners and hitherto untapped extra-regional import and export markets. As such, the Council serves assiduously as a potent intellectual mouthpiece for meaningful debates and discussions about sound business policies and practices that stimulate a vibrant, sustainable and competitive economic setting with unprecedented opportunities for Australian entrepreneurs both in the national environment and on the international stage.

Indeed, the Australian Business Summit Council Inc. publishes a regular monthly newsletter, The Rotator, at www.absc.online for the general and specialised reading public alike which features practical, well-reasoned views, opinions and long-term suggestions about business investment and innovation which are diversifying into high value-added and technologically advanced sectors and industries through large-scale domestic and overseas provision of cutting-edge management, infrastructure, and services capabilities.

As an evident Greek-sounding play on the English term that denotes the study of the distribution of wealth and income, the ABSC Inc.'s annual magazine, EKONOMOS, features excellent informative articles penned by eminent members of the Australian and international business and diplomatic community, including

ABSC Inc. president, Dr Frank Alafaci formally concluded the Media Conference and annual luncheon with his public acknowledgement of EKONOMOS

advertisements to recognise the publication's generous Gold, Silver and Bronze sponsors and selected highlights of the Australian Business Summit Council Inc.'s elite networking seminars, conferences, partnerships, EXPOs, memoranda of understanding, trade delegation visitations, negotiations with political and prominent business leaders, and participation in economic roundtables.

EKONOMOS, Issue 2, November 2020, will include fourteen article contributors to the magazine ***Continued on page 15***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

PROMOTE EKONOMOS, ISSUE 2, 2020

From page 14

led by Dr Frank Alafaci (President, Australian Business Summit Council Inc.), featuring H. E. Dr Alexey Pavlovsky (Ambassador of the Russian Federation); H. E. Mr Kristiarto Legowo (Ambassador of the Republic of Indonesia); H. E. Mr Korhan Karahoc (Ambassador of the Republic of Turkey).; H. E. Mr Muhammad Ashraf (Consul General of the Islamic Republic of Pakistan), who attended the Media Conference and annual luncheon as a VIP and keynote speaker; H. E. Mr Yasser Abed (Consul General of the Arab Republic of Egypt); Ms Fiona Fan (Director General, Taipei Economic and Cultural Office, the de facto Taiwanese Consulate General in Sydney), also a VIP and the second keynote speaker at the Media Conference and annual luncheon;. Mr Damien Coorey (Principal / Director, CRM Brokers Pty Ltd), present at the Media Conference and annual luncheon; Mr Piers Morgan (Executive Director, Weringa Group), likewise in attendance at the Media Conference and annual luncheon; Ms Kim Samuel (Associate Director, Urban & Regional Planning, Elton Consulting); Mr John Stanton (Chief Executive Officer, Communications Alliance Ltd); Mr Ivan Slavich (Chief Executive Officer, Soldier On); Mr David Laanemaa (Managing Director, Back9 Capital Management Pty Ltd); and Dr Anthony De Francesco (Managing Director, Real Investment Analytics Pty Ltd). Interestingly, the Media Conference and annual luncheon presented a special guest address by Mr Michael Rizk (Head of Trade Relations, Australian Lebanese Chamber of Commerce and past contributor to the inaugural issue of EKONOMOS, published in November 2019), who praised the ABSC Inc.'s intrepid spirit and spectacular efforts to strengthen Australian commercial relations with the international community, focusing on the Middle East's promising trade and investment benefits for the Australian economy in an increasingly globalised world where the search for and proactive engagement with previously inaccessible, unappreciated markets has triggered a lucrative diversification of multilateral business relationships.

Highlighting this exclusive gathering of VIPs and guests, ABSC Inc. president, Dr Frank Alafaci convened a twenty-minute interactive Question and Answer session between an assembled panel, comprising the ABSC Inc. President himself; Mr Michael Rizk (Head of Trade Relations, Australian Lebanese Chamber of Commerce); H. E. Mr Muhammad Ashraf (Consul General of the Islamic Republic of Pakistan); as well as Mr Rouad El Ayoubi (Founding Director of Alliance Project Group); and the distinguished audience, including several high-profile representatives of the Australian multicultural press as Mr Yuksel Cifci President of Turkish Media, Mr Syed Zafar Hussain Editor in Chief Pakistani Media & Md Abdullah Yousuf, Editor in Chief of Bangladesh Community Leading Newspaper of Australia.

ABSC Inc. president, Dr Frank Alafaci formally concluded the Media Conference and annual luncheon with his public acknowledgement of EKONOMOS, Issue 2's Gold sponsor, Alliance Project Group, and the Board of Directors of the Australian Business Summit Council Inc., especially Mrs Sylvia Alafaci, the Council's secretary, for her tireless efforts in securing the magnificent venue, sending out the invitations, preparing the immaculate table arrangements and decorations, VIP name tags, and communicating with The Waterview's events management team.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12

Prophetic Relics Photo Exhibition In Sydney

From Page 1

More than 200 photos were displayed, showcasing the relics from different countries as well as old historical photos of Makkah & Medina. On top of that, there was the honorable hair of the Prophet, parts of the Kaaba clothes, and more.

The Official launching of this exhibition was attended by Tania Mihailuk MP for Bankstown, Chairman of Darulfatwa Australia Dr. Sheikh Salim Alwan Al-Husainy, President of ICPA Hajj Mohammad Mehio, and many community leaders, sheikhs, imams, and media representatives.

More than 200 photos were displayed, showcasing the relics from different countries as well as old historical photos of Makkah & Medina

The Program started with Qur'an recitation by brother Mohammad Hazarvi from the Pakistani community, followed by few speeches, first from Sheikh Bilal Homaysi representing ICPA (the Host) , second from Chairman of Darulfatwa Australia Dr Sheikh Salim Alwan Al-Husainy and last was the state member of Bankstown Tania Mihailuk, MP. The Exhibition was fantastic as it attracted a lot of people from different cultures and communities. Everyone who attended the exhibition was impressed by the collection displayed as well as the organizing of this event, which gives them more information about the culture and the history of Islam.

The only Bangladesh Community Newspaper In Australia Suprovat Sydney's (www.suprovatsydney.com.au) chief editor Md Abdullah Yousuf & Arif Rahman attended the excellent program.

More photos on Page 17

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

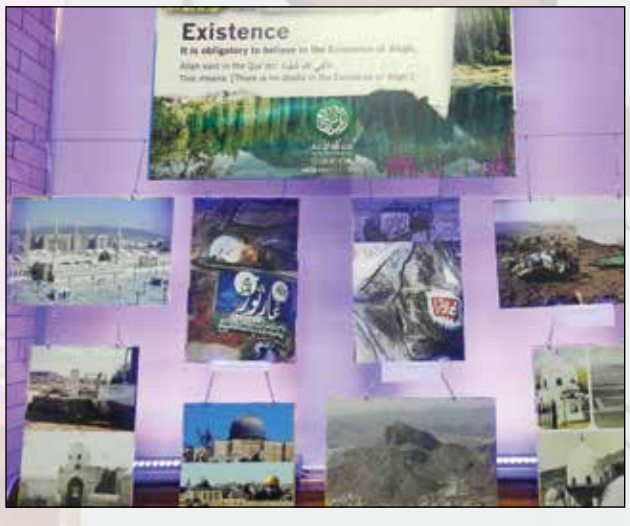

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12

সমগ্র বিশ্বে তারেক রহমানের জন্মদিন পালনে বিশেষ দিক নির্দেশনা!

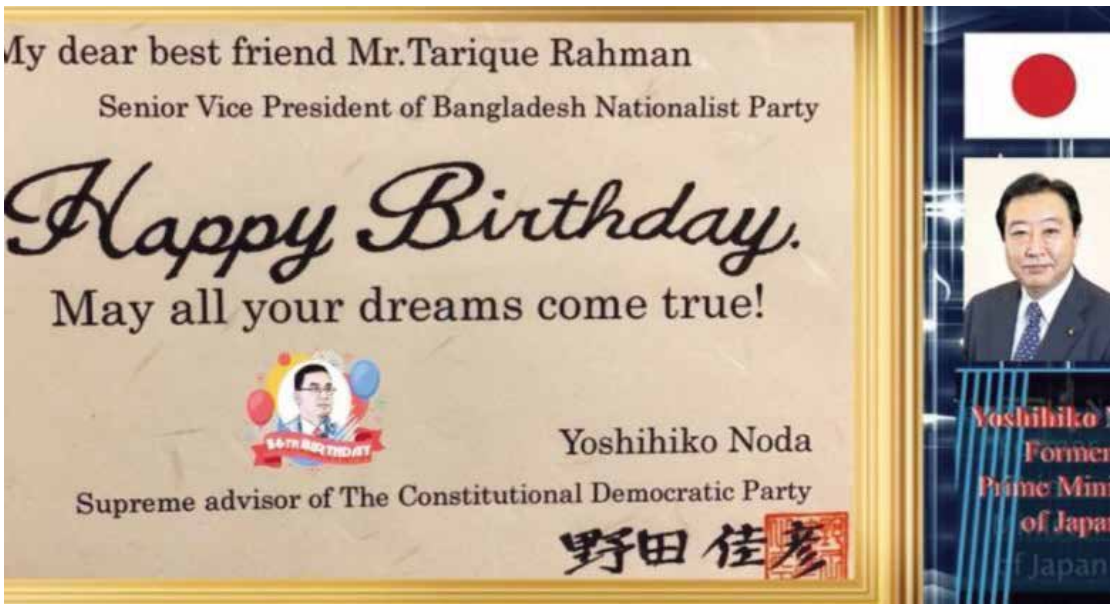

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তারেক রহমানের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলীয় বিএনপির উদ্যোগে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ২০ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে বা শহরে যথাযথ মর্যাদায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান, এবং ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপ-উপচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিল কবি আবদুল হাই শিকদার, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিল ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ডা: ফরহাদ হালিম ডোনার, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উজ্জ্বল।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ আলী মুকিব। পরিচালনা করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর শাকিরুল ইসলাম খান শাকিল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মালেশিয়া বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বাদলুর রহমান খান।

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মূল ধারার রাজনীতিবিদরা অভিনন্দন জানান। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫৬তম জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিকো নোদা। এছাড়া জাপানের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সদস্য ও দেশটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান হারাদা ইয়োশিএকিও তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ড. শাকিরুল ইসলাম খানের মাধ্যমে তারা তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে একটি চিঠিও লিখেছেন। শাকিরুল ইসলাম খান জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানকে জাপানের দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা হলেন- জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিকো নোদা এবং হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সদস্য ও জাপানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান হারাদা ইয়োশিএকি।

২০ নভেম্বর যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্দেগে এক দুয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ফ্রান্স মহিলা দল আয়োজন করে দুয়া মাহফিল।কমিউনিটিতে ব্যাপক আশা উদ্দীপনা নিয়ে সকলকে অংশ নিতে দেখা যায়। ২১ নভেম্বর ২০২০ খাইরুল কবির খোকন,শিরিন সুলতানা (এডভোকেট),শাম্মি আক্তার,এম এ মালেক(ইউকে),শরাফত হোসেন বাবু(ইউএস) এক ভার্চুয়াল দুয়া মাহফিলের আয়োজন করেন।

আরবদেশভুক্ত বিভিন্ন দেশে বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তারেক রহমানের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুয়ার আয়োজন করেন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও ৩৪টি অংগ সংগঠন ২০ নভেম্বর ২০২০ শুভেচ্ছা ও দুয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ,কানাডা,অস্ট্রেলিয়া থেকে নেতা কর্মীরা ভিডিও শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন। ***১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

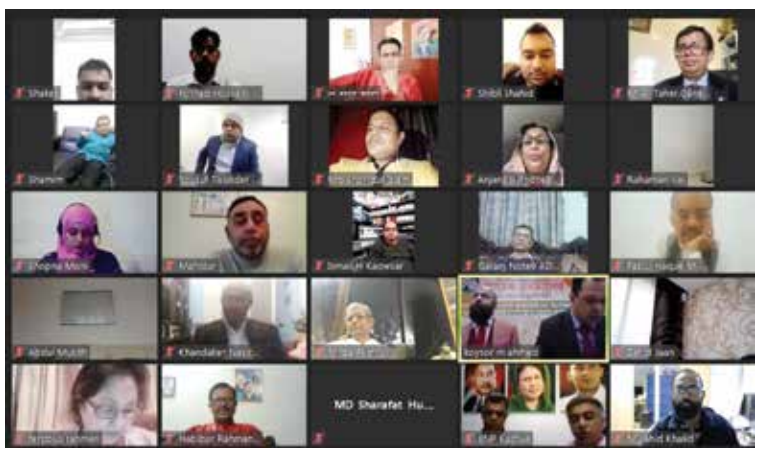

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১৮ পৃষ্ঠার পর

এতেই প্রতিয়মান হয়,এভাবে সমগ্র বিশ্বে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তারেক রহমানের জন্ম দিবস উদযাপন জাতিকে আবার ঘুরে দাঁড়াবার এক বিশেষ দিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

দোয়া মাহফিলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতা কামনা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া পাশাপাশি দেশে বিদেশে ও দলের নেতাকর্মী যারা করোনাসহ অন্যান্য রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও অসুস্থদের আশু সুস্থতা কামনায় মহান রাব্বুল আল আমিনের দরবারে দোয়া করা হয়।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলীয় বিএনপির আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মালয়েশিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এডভোকেট সিমকী ইমাম, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের উপদেষ্টা আসকির আলী, ণাতার বিএনপির সভাপতি আবু ছায়েদ, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হক সাজু, কুয়েত বিএনপির আহবায়ক মাস্টার নুরুল ইসলাম, সদস্য সচিব শওকত আলী, আরব আমিরাত বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুহ সালাম তালুকদার, বাহরাইন বিএনপির সভাপতি সাবের আহমদ, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম চুন্নু, সৌদিআরব পূর্বাঞ্চল বিএনপি সভাপতি আকম রফিকুল, সৌদিআরব পশ্চিম অঞ্চল বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান তফন, ওমান বিএনপির সভাপতি ঈসা চৌধুরী; জর্ডান বিএনপির সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল খান, লেবানন বিএনপির সাবেক সভাপতি মফিজুল ইসলাম বাবু, ওয়াসিম আকরম, জাপান বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর রেজাউল করিম রেজা, দক্ষিণ কোরিয়া বিএনপির সভাপতি এম জামান, আমেরিকা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সরাফত হোসেন বাবু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, ম্যারিল্যান্ড বিএনপির সদস্য কবিরুল ইসলাম কবিরুল ইসলাম,আবু সায়েদ আহমদ, আমেরিকা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভুইয়া, বেলজিয়াম বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বাবু, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আলম হোসেন,যুগ্ম সম্পাদক হারুনুর রশিদ, আয়ারল্যান্ড বিএনপি সভাপতি হামিদুল নাসির, স্পেন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, পংকি ফিনল্যান্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জামান সরকার মনির,শামসুল গাজী,মবিন মোহাম্মদ, ইতালী বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক শাহ তৌহিদ কাদের, খলিলুর রহমান খোকন, অস্ট্রিয়া বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, কেন্দ্রীয় মহিলা দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক মমতাজ আলো, মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদ ইউরোপীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আহমদ সাদিক, এডভোকেট শরিফুল ইসলাম লিটন, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা বিএনপি নেতা, মালদ্বীপ বিএনপি সাধারণ সম্পাদক এমরান হোসেন প্রিন্স সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, জাপান বিএনপির সভাপতি আলহাজ নূরে আলম, জাপান বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মীর রেজাউল করিম রেজা ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল সালাউদ্দিন, মালয়েশিয়ায় বিএনপির সহসভাপতি মাহবুব আলম, সহ সভাপতি তালহা মাহমুদ, সহ সভাপতি জাকিরুল আলম, সহসভাপতি আবদুল জলিল লিটন, সহসভাপতি এস এম রহমান তনু, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল্লাহ আক মামুন, যুগ্ম সম্পাদক সোরহাব হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক এস এম নিপু, দপ্তর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রতন, অস্ট্রেলিয়ার বিএনপি মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মনিরুল হক জর্জ, মোঃ রাশেদুল হক, মুসলেহউদ্দিন আরিফ, প্রফেসর ড. হুমায়ুন চৌধুরী, সোহেল মাহমুদ ইকবাল, আব্দুল্লাহ ইউসুব শামীম, অস্ট্রেলিয়া জাসাস সাধারণ সমাদক মোহাম্মদ জুমান হোসেন, আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী চৌধুরী প্রমুখ। কারিগরি সহায়তায় জাফর ফিরোজ, শিশির ও জসিম। এসময় ভিডিও বার্তা ও পত্রের মাধ্যমে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বিদেশী রাজনীতিবিদ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জাপান সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বর্তমান মন্ত্রী ও ফরেন রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যান ও মালেশিয়ার রাজনীতিবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের ৫৬তম জন্মদিন আজ। জন্মদিনের এই শুভক্ষণে দলের লাখ লাখ নেতাকর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও আমার পক্ষ থেকে তাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।' তিনি আরো বলেন, '১/১১-এর মইন উদ্দিন-ফখরুদ্দীনের অবৈধ সরকার এবং তাদের দোসরদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিদেশের মাটিতে চিকিৎসারত আছেন তারেক রহমান। দেশ ও জাতিকে স্বৈরাচারের অন্যায়-অপকর্মের ছোবল থেকে রক্ষা করে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তারেক রহমানের অবদান দলের নেতাকর্মীদের কাছে অনন্য প্রেরণা।

বাংলাদেশের জনগণ নিজ দেশে পরাধীন -তারেক রহমান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জনগণ নিজ দেশে পরাধীন দাবি করে বলেছেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই ঊষালগ্নে বাংলাদেশের পক্ষের শক্তির কাছে, গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির কাছে একটি বড় জিজ্ঞাসা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জনগণ যে রাষ্ট্রটির মালিক হয়েছিল বর্তমানে সত্যিকার অর্থে জনগণের কাছে কি সেই রাষ্ট্রের মালিকানা আছে নাকি জনগণ এখন নিজ দেশেই পরাধীন। তারেক রহমান প্রশ্ন করে বলেন, কারা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষদের গুম করছে, খুন করছে? গণতন্ত্রকামী মানুষদের অপহরণ করছে? গুম কিংবা অপহৃত হওয়া মানুষগুলোকে কখনো কখনো কেন সীমান্তের ওপারে পাওয়া যায়? কেন সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়? কেন স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার সীমান্তে মানুষ হত্যার প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে? কেন স্বাধীন বাংলাদেশের মর্যাদার পক্ষে কথা বললে 'আবরার'দেরকে নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়? কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে 'আবরার'দেরকে খুন করার মতো জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছে? কেন প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা? কেন, কি কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেনা? কেন পরিচয় দেয়ার পরও স্বাধীন বাংলাদেশে সেনা অফিসারকে গুলি করে হত্যা করা হয়? প্রকাশ্যে রাজপথে লাঞ্ছিত করা হয়? কেন স্বাধীন বাংলাদেশে সেনা হত্যাযজ্ঞের দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে না?

বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে গঠিত কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল বৈঠকে ২১ নভেম্বর শনিবার প্রান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররাফ হোসেন।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু প্রমুখ।

তারেক রহমানের জন্মবার্ষিকীতে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্টার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, দেশনায়ক তারেক রহমানের ৫৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কেট কাটার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বিএনপির আয়োজিত ২২ নভেম্বর সিডনির ফাংশন সেন্টারে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপি নেতা মোঃ মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ছাত্র নেতা কুদরত উল্লাহ লিটন, মোঃ কামরুল ইসলাম শামীম(ইঞ্জিনিয়ার), জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এএন এম মাসুম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মৌহাইমেন খান মিশু, একেএম মাহবুবুল আলম তালুকদার রিপন, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, আব্দুল করিম, নূর মোহাম্মদ মাসুম, নিউসাউথ ওয়েলস যুবদলের সভাপতি শেখ সাইফ, পবিত্র বড়ুয়া, জিয়াউল হক, গোলাম রাব্বানী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, '১/১১-এর মইন উদ্দিন-ফখরুদ্দীনের অবৈধ সরকার এবং তাদের দোসরদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিদেশের মাটিতে চিকিৎসারত তারেক রহমান। দেশ ও জাতিকে স্বৈরাচারের অন্যায়-অপকর্মের ছোবল থেকে রক্ষা করে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তারেক রহমানের অবদান দলের নেতাকর্মীদের কাছে অনন্য প্রেরণা।

অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

CANTERBURY BANKSTOWN

সুপ্রভাত সিডনির বিশেষ ৩টি এওয়ার্ড!

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষায় একমাত্র পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিগত বছরগুলোতে কমিউনিটি মিডিয়া হিসেবে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি সুপ্রভাত সিডনি সামাজিক সেবামূলক নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে, বিশেষতঃ চাকরিচ্যুত ও কাজ হারানো সহ নানা কারণে অর্থনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত প্রবাসীদেরকে সহায়তা দানের স্বীকৃতিস্বরুপ সম্প্রতি সুপ্রভাত সিডনি বেশ কয়েকটি সম্মাননা পদক ও স্বীকৃতিমূলক পদক গ্রহণ করেছে।

সুপ্রভাত সিডনি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী একমাত্র বাংলা নিয়মিত পত্রিকা যার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নিরলস বহুবিধ সংবাদ পরিবেশন করে সমাজে তার একক স্থান দখল করে নিয়েছে। মিডিয়ার পাশাপাশি প্রচুর স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে মানবিক আবেদনে সাড়া দেয়। এদিকেও সুপ্রভাত সিডনি

> অনেক সেচ্ছাসেবক সংগঠনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে সমাজে একটি নিজস্ব প্লাটফর্ম তৈরী করে নিয়েছে বিগত ১২ বছরে

একটি ব্যতিক্রম ধর্মী মিডিয়া যা নাকি অনেক সেচ্ছাসেবক সংগঠনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে সমাজে একটি নিজস্ব প্লাটফর্ম তৈরী করে নিয়েছে বিগত ১২ বছরে।

সম্প্রতি করোনা প্রতিরোধে বিশেষ মানবিক ভুমিকা রাখায় অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল মিনিস্টার Hon Tony Burke MP (Watson) সুপ্রভাত সিডনিকে কোভিড ১৯ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছেন। এছাড়াও সাম্প্রতিক দুর্যোগকালীন সময়ে বেশ বড় সংখ্যক শরণার্থী ও সমস্যাগ্রস্থ প্রবাসী শিক্ষার্থীদের জরুরি সহায়তা প্রদানে সক্রিয় সহায়তা করার স্বীকৃতি স্বরূপ সুপ্রভাত সিডনি স্থানীয় এমপিদের কাছ থেকে একটি সম্মাননা সনদপত্র গ্রহণ করেছে। Mr Mark Coure (Member for Oatley) & Ms Wendy Lindsay (Member for East Hills) এবং Clr Khal Asfour Mayor(City of Canterbury Bankstown) এই তিনজন স্থানীয় এমপি এবং মেয়র পৃথক পৃথক তিনটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন সুপ্রভাত সিডনিকে।

করোনায় বিশেষ অবদানের জন্য

Bangladeshi Senior Citizen of Australia
BSCA

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়াকে অ্যাওয়ার্ড

করোনায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়াকে অ্যাওয়ার্ড

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

করোনা প্রতিরোধে বিশেষ মানবিক ভুমিকা রাখায় অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল মিনিস্টার Hon Tony Burke MP বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কোভিড ১৯ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছেন। বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে বিশেষত, চাকরিচ্যুত অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি শরণার্থী ও অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ বিদেশী শিক্ষার্থীদের জরুরি সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়াকে সক্রিয় সহায়তা করার স্বীকৃতি স্বরূপ এ সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করেন।

অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশী সংগঠনগুলোর ভিতর সর্বপ্রথম সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সাথে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া (BSCA) এগিয়ে আসে। প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ছাড়াও শরণার্থীদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি কিনে ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়। বিভিন্নভাবে সমগ্র কমিউনিটিতে করোনার দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

যান্ত্রিক এ ব্যস্ত প্রবাস জীবনে বিপদ বা কোনো সমস্যায় কেউ কাউকে তেমন সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া (BSCA) প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নিরলস কাজ করে ইতিমধ্যে মানুষের মন জয় করেছে।

CYCDO Awarded by Federal Member Hon Tony Burke MP

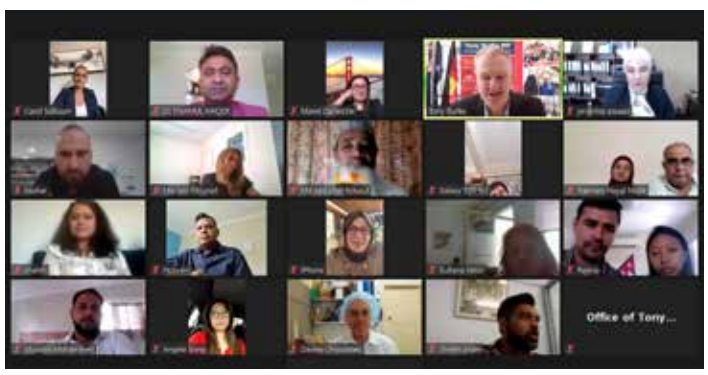

Suprovat Sydney Report

Community Youth & Citizen Development organisation (CYCDO) is a social welfare organisation administering several programs to support the youth and other citizens in the community. This organisation has been recently awarded by Hon Tony Burke MP for its philanthropic role during the ongoing COVID-19 crisis. CYCDO is a not for profit organisation and worked hard in the community specially

> The organaisation helped the oversease students as well as refugees

COVID-19. The organaisation helped the oversease students as well as refugees. Basic supports as grocery and other staff were drooped on the doors for the affected people. CYCDO is grateful to this renowned public representative for his valuable support and recognition.

সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের কৃতিত্বের স্বীকৃতি

SYDNEY PRESS AND MEDIA COUNCIL INC.

CANTERBURY BANKSTOWN

অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিশেষ সম্মাননা

সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC) এর কৃতিত্বের স্বীকৃতি!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশীদের সর্বপ্রথম সাংবাদিকদের অন্যতম সংগঠন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল ইনক(SPMC) ফেডারেল ও স্টেট গভমেন্টের বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে। কেন্টাবুরি-বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিল থেকেও আরেকটি পৃথক সম্মাননা পেয়েছে। করোনায় অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম বাংলাদেশী সংগঠন ভুক্ত ভুগিদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা দেয়।

প্রবাসী বাংলাদেশী ছাত্র ছাড়াও রিফিউজিদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি কিনে ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়। বিভিন্নভাবে সমগ্র কমিউনিটিতে করোনার দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ফেডারেল মন্ত্রী টনি বার্ক (এমপি) ও স্টেট এমপি মিস্টার মার্ক কুরী এবং মিসেস ওয়েন্ডি লিন্ডসে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। এছাড়া কেন্টাবুরি-বেঙ্কসটাউন সিটি কাউন্সিলের মেয়র খাল আসফোর মেয়র অফিসে আরেকটি সম্মামনা সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

স্টেট এমপি কুরী এবং লিন্ডসে ও মেয়র খাল আসফোর পৃথক পৃথক ভাবে যাদেরকে সম্মাননা দিয়েছেন তারা হচ্ছেন, ড.এনামুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম, শিবলী আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, মাকসুদা সুলতানা, আব্দুল আউয়াল, মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, মিজানুর রহমান সুমন, নাঈম আব্দুল্লাহ, ড.ফজলে রাব্বি, আসিফ ইকবাল, নামিদ ফারহান প্রমুখ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ক্রিকেটার সাকিবের কালীপুজা উদ্বোধন না অংশগ্রহণ: আসল ঘটনা এবং উদ্দেশ্য কি?

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সম্প্রতি পুরো দেশজুড়ে বিপুল বিতর্ক হয়ে গেলো বাংলাদেশের বিখ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান কর্তৃক কলকাতায় একটি কালীপুজা বা শ্যামাপুজার অনুষ্ঠানে যোগদান করা নিয়ে।

এ নিয়ে সর্বপ্রথম খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশের কিছু চিহ্নিত মিডিয়া। তারা সরাসরি শিরোনাম দিয়ে জানায়, কালীপুজা উদ্বোধন করতে কলকাতায় যাচ্ছেন সাকিব। এরপর সোশাল মিডিয়ায় শুরু হয় তোলপাড়। এক পর্যায়ে সিলেট থেকে এক যুবক বিশাল রামদা হাতে ফেইসবুক লাইভে এসে সাকিবকে হত্যার হুমকি দেয়। তাকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। শেষপর্যন্ত সাকিব নিজে ইউটিউবে এক লাইভ ভিডিওতে এসে ব্যাখ্যা করে বলেন, তিনি পুজার উদ্বোধন করেননি বরং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রদীপ জ্বালিয়েছেন মাত্র। তথাপি যদি এতে ভুল হয়ে থাকে তার জন্য তিনি ক্ষমাও প্রার্থনা করেন। যদিও এতে করে বিতর্কের শেষ হয়নি। ভারতে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন ও ভারতীয় সিনেমার নায়িকা কঙ্গনা রাওয়াতের মতো অনেকেই এখন সাকিবের উপর ক্ষুব্ধ। তাদের প্রশ্ন হলো, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, সাকিব যেহেতু কোন অপরাধ করেনি তাহলে সে কেন ক্ষমা প্রার্থনা করবে? তাদের মতে, এই ক্ষমাপ্রার্থনার ঘটনায় বাংলাদেশী 'ধর্মান্ধ'দের জয় হয়েছে। তাই তারা এখন বিক্ষুব্ধ। সাকিব কি এখন তাদের কাছে ক্ষমা চাইবে?

এইসব অন্তহীন বিতর্ক ও প্রশ্নমালার মাঝে দাঁড়িয়ে একজন সচেতন বাংলাদেশী মুসলমান প্রশ্ন করতেই পারেন, আসলে কি ঘটছে? কেন ঘটছে এইসব বিতর্কের ঘটনা?

বিপুল খ্যাতিসম্পন্ন ও দক্ষ ক্রিকেটার হওয়ার কারণে সাকিব বাংলাদেশের তরুণদের মাঝে প্রচন্ড জনপ্রিয়, কিন্তু সবারই চিন্তা করা উচিত ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে একজন ক্রিকেটারকে নেয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু? বিশেষ করে সাকিব আল হাসানের মতো একজন ক্রিকেটার যিনি যে কোন কাজকেই মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে থাকেন, তিনি টাকা পেলে যে কোন কাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক জুয়ারিদের সাথে রহস্যময় সম্পর্কের কারণে ক্রিকেটে তিনি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ। তিনি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মডেলের কাজ করেন, টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন, নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সুতরাং তার দিক থেকে এটি স্বাভাবিক একটি কাজ। তার জন্য একজন মুসলমান হিসেবে হিন্দুদের পুজায় যোগদান করার, যা কিনা ইসলামে একজন মুসলমানের জন্য মুর্তিপুজামূলক শিরকের মতো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত, ধর্মীয় দিকটি সম্পর্কে চিন্তা বা পরোয়া না করাই স্বাভাবিক বিষয়। ক্রিকেটার সাকিব কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় পুজার অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার এই ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষে দেখা দরকার এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ের রাজনীতির আঙ্গিক থেকে। দীর্ঘকাল যাবত বঙ্গ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ই ছিলো রাজনৈতিক বিভাজন ও পক্ষ-বিপক্ষ হিসাবের মূল নিয়ামক। ইংরেজ কলোনিয়াল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা-কেন্দ্রীক জমিদার হিন্দুদের উত্থান এবং পুরো বঙ্গ অঞ্চলে দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মুসলমান প্রজাদের বঞ্চনার ইতিহাস

এই রাজনীতির চালিকাশক্তি। ঠিক এ কারণেই এই বঙ্গ অঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলন ছিলো শক্তিশালী। বরঞ্চ এ অঞ্চলকেই পাকিস্তান আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে গণ্য করা হয়।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যখন একাত্তর সাথে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হলো, তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জমিদার শ্রেণী এ বিভাজনকে তাদের পুরনো জমিদারী ফিরিয়ে আনার সূবর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখে আসছে এবং কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও কর্তৃত্ববাদী দাদাদের এই আধিপত্যবাদী দাদাসূলভ কর্মকান্ডে বর্তমান বাংলাদেশে দালাল প্রতিনিধির সেবা দিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। সাধারণ মানুষ এই গোলামীর পরোয়ানা অনুভব করে। এ কারণেই তারা বিক্ষুব্ধ হয় ক্রিকেটার সাকিবের পশ্চিমবঙ্গ সেবায়। এই ক্ষোভের আড়ালে ধর্মীয় অনুভূতি যতটুকু না কাজ করছে, তারচেয়ে বরং বেশি কাজ করছে আজাদী ও আত্মসম্মানের তাড়না। অন্যথায় বাংলাদেশে যুগের পর যুগ ধরে মুসলমান ও হিন্দুরা সবসময় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। নব্বই এর দশকেও অসংখ্য বাংলাদেশী রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা হিন্দুদের পুজা উদ্বোধন করেছেন ও সামাজিক সহমর্মিতার অংশ হিসেবে এসব পুজায় গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাতে এ দেশের সাধারণ মানুষ ভ্রূক্ষেপও করেনি। কিন্তু আজ কেন এই তুমুল প্রতিক্রিয়া ও বাদবিবাদ চলছে?

আওয়ামী লীগ সবসময়েই সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে উস্কে দিয়ে জনগণকে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্রের স্মোকস্ক্রীণের আড়ালে ক্ষমতা পোক্ত রাখার কাজে পারদর্শী। বাংলাদেশী ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মব্যবসাতেও আওয়ামী লীগ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তারা দেশের অন্য সব কিছুর মতোই ক্রিকেট এবং ক্রীড়াঙ্গনকেও রাজনীতিকরণ করেছে এবং একচ্ছত্র দখলে নিয়ে নিয়েছে। আরেক ক্রিকেটার মাশরাফীকে তারা তাদের সংসদ সদস্য হিসেবে সাজানো নির্বাচনে সংসদে নিয়ে গিয়েছে। সাকিব আল হাসানের পক্ষেও সম্ভব না আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া এক চুল নড়চড় করা। তার প্রতিটা কাজ আওয়ামী লীগের নির্দেশেই হয়। তার কলকাতায় যাওয়া ছিলো আওয়ামী লীগের অনুমোদন নিয়ে, তার ক্ষমা চাওয়াও আসলে আসলে আওয়ামী লীগের নির্দেশে। সাকিব তার ভিডিওতে বারবার বলেছেন তিনি পুজা উদ্বোধন করতে যাননি বরং অনুষ্ঠানে সামান্য অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারের ভৃত্য অসংখ্য পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল বড় বড় শিরোনাম দিয়ে প্রচার করেছেন যে তিনি 'পুজা উদ্বোধন' করতে গিয়েছে, এইসব মিডিয়ার বিরুদ্ধে কি তিনি বাস্তব ও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন? তা নেননি, বরং সমস্ত দোষ গিয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ের উপর।

এ দৃশ্যপটগুলো মনে রাখলেই সচেতন বাংলাদেশীদের সামনে পরিস্কার হয়ে যাবে এইসব নাটকের মূল উদ্দেশ্য। গণতন্ত্রহীনতা ও মানবাধিকার যেখানে চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ নিন্দাবাদে বাংলাদেশের মুখ দেখানোর কোন জো নেই, সে পরিস্থিতিতে জনপ্রিয় এক ক্রিকেটারকে দিয়ে অর্থহীন নাটক করিয়ে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী ক্ষোভকে মৌলবাদের উত্থান দেখিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া আওয়ামী লীগ কেবল নিজেদের স্বার্থই হাসিল করতে চায়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বাসের পর বাস জ্বালিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষ মেরে ফেলা যে দলের জন্য সামান্য ব্যাপার, দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে মানুষের জান-মালের বিনাশ ও বাংলাদেশের সমস্ত অর্জন চিরতরে ধ্বংস করে ফেলাও সেই দলের লোকজনের জন্য কোন অসম্ভব বিষয় নয়।

দুর্নীতিবাজ চোরদের জন্য রূপকথার গল্প

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পোস্টাল সার্ভিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস্টিন হলগেট পদত্যাগ করে বলেছেন, সব সময় ভালো কাজের মূল্যায়ন করা উচিত। অপব্যয়ের আগে বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। চারজন কর্মচারীকে চারটি ঘড়ি উপহার দেয়ার ঘটনায় পোস্টাল সার্ভিসের প্রধানের পদত্যাগে বাংলাদেশির কাছে রূপকথার গল্প বলে মনে হয়েছে।

> প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া পোস্টে যাওয়া প্রতিটি ডলার অস্ট্রেলিয়ান ট্রাক্সদাতাদের থেকে খরচ হয়। তাই অপব্যয়ের আগে বিবেচনা করার দরকার ছিল

২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়া পোস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পান ক্রিস্টিন হলগেট। ডাকবিভাগের চারজন কর্মীকে ২০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যের চারটি ঘড়ি উপহার দেয়। ট্যাক্সদাতাদের টাকায় এভাবে উপহার কেনায় হলগেট অস্ট্রেলিয়ায় তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন। বিষয়টি দেশটির সংসদীয় তদন্তের জন্য আলোচনায় আসে। শেষ পর্যন্ত পদত্যা করেন। হলগেট বলেন , ইতিবাচক কাজের মূল্যায়নের জন্য যেভাবে সমালোচনায় পড়েছি, তা আমার জন্য বিরল। গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা পাওয়ার কথা ভেবে সরে যাচ্ছি।

AUSTRALIA POST

এভাবে অর্থ খরচের হতবাক হয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া পোস্টে যাওয়া প্রতিটি ডলার অস্ট্রেলিয়ান ট্রাক্সদাতাদের থেকে খরচ হয়। তাই অপব্যয়ের আগে বিবেচনা করার দরকার ছিল।

এদিকে হলগেটের পদত্যাগের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাংলাদেশিদের কাছে রূপকথার গল্প মনে করে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের মুজিবকোট ধারী চোরদের বিরতিহীন পুকুর চুরি করে ধরা পড়ার পরও স্বপদে বহাল থেকে ঘটনাটি মিথ্যা বলে নিলর্জ্জার মত মিডিয়ায় বক্তব্য দিচ্ছে। এতে প্রবাসি বাংলাদেশিদের লজ্জায় পড়তে হচ্ছে সব সময়। অথচ অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি সভ্য দেশে মাত্র ৪টি ঘড়ির জন্য পোস্ট অফিসের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ব্যক্তি পদত্যাগ করেছেন। এমন ঘটনা দুর্নীতিবাজ চোরদের কাছে রূপ কথার কিচ্ছা বলে মনে হবে বৈ কি !

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12

১ম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু এই অন্ধকার পরিস্থিতি থেকে মুক্তির কার্যকর কোনো রাজনৈতিক সংগ্রাম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রধান বিরোধীদল হিসাবে বিএনপির এ বিষয়ে সক্রিয় কোন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচন বাতিলের দাবিতে আজ পর্যন্ত বিএনপি কোন কর্মসুচী ঘোষণা করেনি। বরং জাতীয় সংসদে যোগ দিয়ে ওই নির্বাচনকে বৈধতার সিল দিয়েছে। এই পরিস্থিতি দেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের মধ্যে এক ধরনের হতাশা, ক্ষোভ বিরাজ করছে। একই সঙ্গে সরকারের এই মানবাধিকার লংঘন, গণতন্ত্র হরণ এবং নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ সৃস্টি হয়েছে।

গত বছর যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় 'গণতান্ত্রিক' কিংবা 'ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক' দেশের তালিকায়ও বাংলাদেশের নাম নেই। গত এক দশক ধরে স্বৈরতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থার মাঝামাঝি 'হাইব্রিড রেজিম' তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। ইআইইউ প্রতিটি দেশকে গণতন্ত্র সূচক পরিমাপ করতে পাঁচটি মানদণ্ড ব্যবহার করে। সেগুলো হলো - নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বহুদলীয় অবস্থান, নাগরিক অধিকার, সরকারে সক্রিয়তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। প্রত্যেকটি মানদণ্ডকে ০ থেকে ১০ স্কোরের মধ্যে হিসেব করে গড় করা হয়। প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে দেশগুলোকে চারটি ক্যাটেগরিকে ভাগ করা হয় - স্বৈরতন্ত্র, হাইব্রিড রেজিম, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র এবং পূর্ণ গণতন্ত্র।

'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র' এবং 'স্বৈরতন্ত্রের' মাঝামাঝি অবস্থান 'হাইব্রিড রেজিম' আসলে কী? একটি দেশের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য এই তালিকায় পড়ে - ইআইইউ-এর গবেষণা পদ্ধতিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে যা বলা হয়েছে তা হলো -নির্বাচনে বেশ অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা নির্বাচনের সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; বিরোধী দল এবং প্রার্থীর ওপরে সরকারি চাপ খুবই সাধারণ ঘটনা;

রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সরকারের সক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়ে মারাত্মক দুর্বলতা দেখা যায়, যা ত্রুটিপূর্ণি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেও বেশি;দুর্নীতির বিস্তার প্রায় সর্বত্র এবং আইনের শাসন খুবই দুর্বল; সিভিল সোসাইটি দুর্বল; সাধারণত, সাংবাদিকরা সেখানে হয়রানি ও চাপের মুখে থাকে এবং বিচার ব্যবস্থাও স্বাধীন নয়; বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান ইকোনমিস্ট ইনটিলিজেন্স ইউনিট-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৬.১১ (ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র), সেটি ২০০৬ সালে। কিন্তু ২০০৮ সাল থেকে দেশটি 'হাইব্রিড রেজিম'-এর তালিকায় আছে।

এর আগে একটি জার্মান গবেষনা প্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশ এখন স্বৈরশাসনের অধীন এবং সেখানে এখন গণতন্ত্রের ন্যূনতম মানদন্ড পর্যন্ত মানা হচ্ছে না । বিশ্বের ১২৯ টি দেশে গণতন্ত্র, বাজার অর্থনীতি এবং সুশাসনের অবস্থা নিয়ে এক সমীক্ষার পর জার্মান প্রতিষ্ঠান 'বেরটেলসম্যান স্টিফটুং' তাদের রিপোর্টে এই মন্তব্য করে। দুই বছর ধরে চালানো এই সমীক্ষা বিশেষভাবে পাঁচটি দেশের কথা—বাংলাদেশ,

মানুষ কি আর কখনো তার ভোটের অধিকার ফেরত পাবে না?

সাংবাদিক সালেহ উদ্দিন

লেবানন, মোজাম্বিক, নিকারাগুয়া এবং উগান্ডা সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এই পাঁচটি দেশ এখন আর গণতন্ত্রের ন্যূনতম মানদন্ড পর্যন্ত মানছে না। এসব দেশে বহু বছর ধরেই গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করা হচ্ছিল। এসব দেশের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থার কারণেই এটা ঘটেছে বলে মন্তব্য করা হয় রিপোর্টে। একটি দেশে বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও সে দেশে গণতন্ত্র নাও থাকতে পারে। কিভাবে বুঝবেন একটি দেশে গণতন্ত্র নেই? বিবিসির একটি প্রতিবেদনে এ বিষয়ে একটি চিত্র দেয়া হয়েছে ।

তা হলো :

১. প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন: গণতন্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে নির্বাচন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে নির্বাচন হলো 'গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা'। সে নির্বাচন হতে হবে এবং অবাধ ও স্বচ্ছ।

যে দেশে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি এবং জবরদখল হয় সেটিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে নারাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা।

২. একনায়করাও নির্বাচন করে:যেসব দেশে বেসামরিক একনায়কতন্ত্র আছে সেখানেও নিয়মিত নির্বাচন হয়। কারণ তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এখন নির্বাচনে কারচুপি শুধু জাল ভোটের মাধ্যমে ব্যালট বাক্স ভর্তি করা হয় না, এর নানা দিক আছে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের গবেষক ব্রায়ান ক্লাস বলেন, নির্বাচনের সময় অধিকাংশ একনায়ক শাসক তাদের

> গণতন্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে নির্বাচন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে নির্বাচন হলো 'গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা'। সে নির্বাচন হতে হবে এবং অবাধ ও স্বচ্ছ

প্রতিদ্বন্দ্বিকে নানা কৌশলের মাধ্যমে নির্বাচনে অযোগ্য করে দেন।

৩. জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা: গণতন্ত্রে জনগণের মতামতের প্রাধান্য একটি বড় বিষয়। একটি সরকার নির্বাচিত হলেই গণতান্ত্রিক হয়না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতন্ত্র না থাকলে এবং একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হলে জনগণের মতামতকে সহিংসভাবে দমনের চেষ্টা করা হয়।

এর ফলে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে।অনেক সময় গণতান্ত্রিক সরকারের চরিত্র দেখে অনেক সামরিক শাসকও লজ্জা পেতে পারে।

৪. ভোটার অংশগ্রহণ কমে যাবে: যে দেশে গণতন্ত্র থাকেনা সেখানে শাসকগোষ্ঠী নিয়মিত নানা ধরণের নির্বাচন অনুষ্ঠান করলেও সেসব নির্বাচনের প্রতি মানুষের কোন আস্থা থাকেনা। ভোটাররা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারা ভোট দেবার জন্য ভোট কেন্দ্রে যেতে চায়না।

৫. সংসদ হবে একদলীয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে একটি দেশে যখন গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হবার দিকে ধাবিত হয় তখন সংসদে ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে। সংসদে কার্যত কোন বিরোধী দল থাকেনা।

৬. নিরাপত্তা বাহিনীর প্রভাব: রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতন্ত্র না থাকলে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো নানা ধরণের আইন-বহির্ভূত কাজ জড়িয়ে পরে। কারণ, শাসক গষ্ঠী তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নিরাপত্তাবাহিনীকে রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এবং সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করে।

৭. দুর্বল প্রতিষ্ঠান: গণতন্ত্র কায়েম করতে হলে কিছু প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী করতে হয়।

যেমন: নির্বাচন কমিশন, সংসদ, বিচার বিভাগ ইত্যাদি। একটি দেশে যদি এসব প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব থাকে এবং সেগুলো ভঙ্গুর অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে দেশে গণতন্ত্র নেই।

৮. মতপ্রকাশে ভয় পাওয়া: গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়।সেক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমও স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভয় পায়। এমনকি শাসকগোষ্ঠী ইন্টারনেটও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যাতে করে মানুষ সেখানে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে না পারে।

৯. দুর্নীতি বেড়ে যাওয়া: একনায়কতন্ত্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্রয় করার জন্য এই দুর্নীতি ব্যবহার করা হয়।

এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয় যে, সেটি অল্প কিছু ব্যক্তির উপর নির্ভর করে।

শাসকের অনুগত হবার বিনিময়ে তাদের দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেয়া হয়। ফলে তারা আরো ধনী হয়। যদি কোন কারণে সন্দেহ হয় যে তারা শাসকের অনুগত নয়,তখন তাদের দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়।

১০. ক্ষমতা হারানোর ভয় একনায়ক শাসকরা অবসরের ভয়ে থাকেন। তাদের মনে থাকে যে ক্ষমতা হারানোর পর একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির তৈরি হবে। ফলে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রতিশোধ নিতে পারে।

এই চিত্রের প্রতিটি সূচকের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সম্পূর্ণ মিল রয়েছে । দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙ্গে পড়ছে। দলীয় করণ ও দূর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সংসদে নামে মাত্র বিরোধীদল থাকলে কার্যত এটি একদলীয় এবং এক ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ তার স্বাধীন, নিরেপক্ষ ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। দেশের মানুষ এটিকে অনুগত এবং নতজানু প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখে। যে দেশের প্রধান বিচারপতিকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় সে দেশে বিচারকরা কতটুকু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাব সরকারের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রধান কাজই হলো বিরোধী দল ও বিরোধী মতকে দমন, পীড়ন ও নির্যাতন করা। গুম, খুন ও অপহরণের সঙ্গে এ বাহিনী দুটি জড়িয়ে পড়ার কাহিনী দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের বিভিন্ন ফোরামে উত্থাপিত হচ্ছে। সম্প্রতি বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম আর নির্যাতনের অভিযোগে র‍্যাবের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে ট্রাম্প প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির ১০ সদস্য। মার্কিন সিনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর বব মেনেনডেজ ও রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর টড ইয়াং এবং তাঁদের আট সিনেট সহকর্মী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এবং অর্থমন্ত্রী স্টিভেন মানুচিনকে অনুরোধ করেছেন। মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির ওয়েবসাইট গত ২৭ অক্টোবর এ তথ্য প্রকাশ হয়েছে।

সিনেটররা লিখেছেন, 'বাংলাদেশ পুলিশের র‍্যাবের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অব্যাহত অভিযোগের বিষয়ে চরম উদ্বেগ জানিয়ে আমরা লিখছি। ২০১৫ সাল থেকে র‍্যাবের বিরুদ্ধে চার শতাধিক মানুষকে বিচারবহির্ভূভাবে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। গুম ও নির্যাতনের অনেক ঘটনায় র‍্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এটি ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধের বিষয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বৃহত্তর অভিযানের অংশ এবং এতে র‍্যাবকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয় না। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সুনির্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ সদস্যদের বিরুদ্ধে গ্লোবাল মেগনিটস্কি হিউম্যান রাইটস অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট এবং ফারদার কনসোলিডেটেড অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস অ্যাক্ট-২০২০-এর ৭০৩১ (সি) ধারাসহ প্রয়োজনীয় কাঠামোর আওতায় র‍্যাবের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরোধ করছি।'

ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কিন সিনেটররা বলছেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসার আগে বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যা চালায়। রেপোর্টিয়ারসহ জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ করে আইনের শাসন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বলেছেন বাংলাদেশ সরকারকে। কিন্তু সরকার এসব অপকর্ম বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। র‍্যাব অব্যাহতভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কোনো বিচার হচ্ছে না। এর কয়েকদিন পর (গত ১২ নভেম্বর) অস্ট্রেলিয়ান সিনেটের এক সাধারণ অধিবেশনে ***২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিচারবহির্ভূত হত্যা সহ মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে । দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সর্বোচ্চ কক্ষ ফেডারেল সিনেটে এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মেলবোর্নের সিনেটর জেনেট রাইস। সিনেটর জেনেট রাইস অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস দলের ডেপুটি হুইপ। তিনি অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিতে মাল্টিকালচারালিজম, ক্লাইমেট চেইঞ্জ এবং বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ।

সিনেটর রাইস বলেন, "আমি আজ কয়েকটি দেশের কথা বলবো। সবার আগে বলতে হয় পৃথিবীতে মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে বর্তমানে 'হটস্পট' হিসেবে যে দেশটি স্থান দখল করেছে, সেই বাংলাদেশের কথা।" তিনি বলেন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুযায়ী দুইহাজার ঊনিশ সালে এক বছরের ভেতরেই তিনশ আটাশি জনেরও বেশি মানুষকে আইন-শৃংখলারক্ষাকারী বাহিনী বিচারবহির্ভূতভাবে (ক্রসফায়ারের নামে) হত্যা করেছে।

সিনেটর রাইস তাঁর এ বক্তব্যে বাংলাদেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট নামক কালো আইনের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন গণমাধ্যম চর্চা সঙ্কুচিত করার ঘটনাও উল্লেখ করেন। তিনি সম্প্রতি বেশ কয়েকজন মার্কিন সিনেটরের সম্মিলিত এবং সর্বদলীয় চিঠির কথাও উল্লেখ করেন। যেখানে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান বা র‍্যাবব কর্তৃক সংঘটিত বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ডের নিন্দা করে এ বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি পরিস্কার ভাষায় আরো বলেন, "বাংলাদেশে একটি মুক্ত ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন যেন অনুষ্ঠিত হতে পারে, এবং যেন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেখানে জনগণ তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পাবে এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, এ উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার আরো অনেক কিছু করা উচিত।"

সত্যিকার অর্থেই নির্বাচন বাংলাদেশে প্রহসনে পরিণত হয়েছে । পরপর দুটি জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারেননি।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটের বাইরে বাংলাদেশে সক্রিয় সকল দল বর্জন করে। বিরোধীদল বিহীন এই নির্বাচনে ১৫৩ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন সম্পন্ন হয় ।ফলে ৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ৫ কোটি মানুষ ভোট দেয়ার কোনো সুযোগই পায়নি। প্রবল আন্দোলনের মধ্যে ১৪৭ আসনে একতরফা এই নির্বাচন হয়। তা ঠেকাতে ১৯ জন মানুষ নিহত হয়েছিলেন । নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ভোটের আগের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সহিংসতায় নিহত হন ১২৩ জন বিরোধীদলীয় নেতা কর্মী। মোট ১৬৪ জন মানুষের রক্তের উপর দিয়ে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে শতকরা ৫ ভাগ মানুষও ভোট দিতে যায়নি। ৫ শ'র বেশী কেন্দ্রে শূন্য ভোট পড়ে ।

বাংলাদেশে নির্বাচন এক ধরনের যুদ্ধ হলেও সেটি ছিলো উৎসবমূখর যুদ্ধ ।নির্বাচন মারামারি -কাটাকাটি-রক্তপাত-আগুন লাগানোর লড়াই নয় । অথচ ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনে তেমনটি হয়েছে । বিরোধীদল নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর যৌথ প্রযোজনায় শুরু হয় বিরোধী দলের নেতা - কর্মীদের উপর হামলা । বিরোধীদলের কর্মীদের দমনে সারাদেশে পুলিশ কয়েক হাজার গায়েবী মামলা দায়ের করে। এসব মামলায় কয়েক লাখ লোককে আসামি করা হয়। চরম ধরপাকড় থেকে বাদ যাননি সংসদ সদস্য পদ প্রার্থীও ।৫৪ জন প্রার্থী ভূয়া মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান ।অর্ধশত প্রার্থী পুলিশ ও দলীয় কর্মী বাহিনীর হামলায় রক্তাক্ত হন। জাতীয় ঐক্যফন্ট্রের প্রার্থীরা যেখানেই গণসংযোগে বের হয়েছেন সেখানেই হামলার শিকার হয়েছেন। হামলা থেকে রক্ষা পাননি প্রবীন রাজনৈতিক ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদও।

বিরোধীদলের প্রার্থীর প্রচারে বাধা, ভাঙচুর, দফায় দফায় আক্রমণ, মামলা ও গ্রেফতার, প্রার্থীকে গুলি - ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ থেকেই এ সব শুরু হয়েছিল। এসব ঘটনায় নিহত হন ২১ জন মানুষ ।গণতন্ত্রপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের যে প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু ক্ষমতাসীনদল, রাষ্ট্রীয় বাহিনী এই প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে প্রায় প্রতিটি আসনে রাতে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করে। এ কাজে রাস্ট্রীয় সকল বাহিনী ও প্রতিষ্ঠানকে সরকার নগ্রভাবে ব্যবহার করে । ভোটের সঙ্গে এই প্রতারণা দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটা কলংক হয়ে থাকবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষন সংস্থা সুজনের তথ্য অনুযায়ী ,একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ৭৫টি আসনের ৫৮৭টি কেন্দ্রের সকল অর্থাৎ বৈধ ভোট শুধুমাত্র একজন করে প্রার্থী পেয়েছেন। অন্য কোনও প্রার্থী ১ ভোটও পাননি।

৩০০টি নির্বাচনি এলাকার জন্য নির্ধারিত ৪০,১৫৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১০৩টি আসনের ২১৩টি ভোটকেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। আর ৯৬ থেকে ১০০ শতাংশ ভোট পড়েছে ১,৪১৮টি কেন্দ্রে। এছাড়াও ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে ৬,৪৮৪ টি ভোটকেন্দ্রে। ৮০-৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ১৫,৭১৯টি ভোটকেন্দ্রে, ৭০-৭৯ শতাংশ ভোট পড়েছে ১০,০৭৩টি ভোটকেন্দ্রে।

অথচ বিভিন্ন বাহিনীর বাধার মুখে শতকরা ২৫ জন মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেননি ।

এই দুটি জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় এটি প্রমাণিত হয়েছে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কোনোভাবেই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হতে পারে না ।বরং নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর থেকে মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে ।তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ভোট প্রদানের হার যেখানে ছিলো শতকরা ৮০ ভাগ ।সেখানে বর্তমানে ৫ ভাগ মানুষও ভোট দিতে যায় না । সদ্য সমাপ্ত ঢাকা -১৮ আসনের উপনির্বাচনে সরকারি হিসাবে ভোট প্রদানের হার ছিলো ১৪ ভাগ । কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ভোট প্রদানের হার ছিলো শতকরা ৫ ভাগেরও নীচে ।এ পরিস্থিতিতে মানুষের সামনে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে আগামী জাতীয় নির্বাচনে মানুষ কি তার ভোট দেয়ার অধিকার ফেরত পাবো ? নাকি নির্বাচন অতীতের মতোই চোরাই পথে হবে?

কিন্তু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আদায়ে বাংলাদেশ কার্যকর কোনো আন্দোলন এ মূহূর্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না । এর জন্য প্রয়োজন একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ।বাম , ডান , ইসলাম পন্থী এবং নাগরিক সমাজের বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচন আদায় করা সম্ভব নয় ।সময় কিন্তু বহিয়া যাচ্ছে।

শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে সিডনিতে মানববন্ধন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশে বর্তমান আওয়ামী সরকারের অপশাসন গুম, খুন ও ধর্ষনের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী যুবদল অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত লাকেম্বাস্থ রেলওয়ে পেরেডে এক মানববন্ধন ৮ নভেম্বর যুবদলের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান স্বৈরাচার সরকারের কুখ্যাত সন্ত্রাসীদ্বারা লাগাতার গুম, খুন ও ধর্ষনে জনজীবন অতিষ্ঠ। সরকার শতভাগ ব্যর্থ ও সরকারের সরাসরি মদদে মুজিব কোটধারীরা আজ বাংলাদেশকে ধ্বংসের দোর গোড়ায় নিয়ে গেছে, দেশের সার্বভৌমত্ব ভয়ানক হুমির মুখে।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রামী নেতা মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা কুদরত উল্লাহ লিটন।

উক্ত মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ কামরুল ইসলাম শামীম (ইঞ্জিনিয়ার) , স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এএন এম মাসুম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মৌহাইমেন খান মিশু, জেবল হক জাবেদ, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, আব্দুল করিম, আব্দুল মজিদ, নূর মোহাম্মদ খান মাসুম, নিউসাউথ ওয়েলস যুবদলের সভাপতি শেখ সাইদ, মতিউর রহমান, জাহিদ আবেদীন, গোলাম রাব্বী শুভ, এম ডি কামরুজ্জামান, জসিম, কুদ্দুসুর রহমান, নাসির উদ্দিন বাবুল প্রমুখ।

সরকার কর্তৃক গণহত্যা, গণধর্ষণ ও বিচার বহির্ভুত নিয়মিত খুনের অভিযোগে নেতা কর্মীরা শেখ হাসিনার ফাঁসি দাবি করে বক্তব্য প্রদান করে।

যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিএনপি নেতা ড.মামুন রহমানের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিশিষ্ট সমাজসেবক, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার লন্ডনের উপদেষ্টা ড. মামুন রহমান করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৩ নভেম্বর সোমবার ২০২০ বাংলাদেশ সময় বিকাল সাড়ে ৩টায় মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তার মৃত্যুতে দেশনায়ক তারেক জিয়া, বিএনপির মহাসচিবসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন।

তিনি গত ১২ নভেম্বর লন্ডনের সেন্ট গ্রেগরী হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকালে তার মৃত্যু হয়।

ড. মামুন রহমানের মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, জনকল্যাণ এবং সৃজনশীল কাজে ড. মামুন রহমান অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন।

সমাজসেবক ড. মামুন রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে

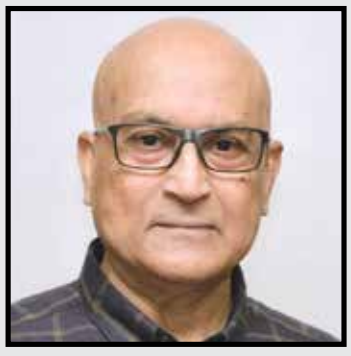

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, সুদীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থান করে শেকড়ের টানে নিজ এলাকায় ফিরে এসে এলাকার কল্যাণে ও জনসেবায় তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অতুলনীয়।

ড. মামুন রহমান অল্প সময়ে সুপ্রভাত সিডনির সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি চলতি বছরে ৩০ আগস্ট রোববার সুপ্রভাত সিডনির ফেস টু ফেস লাইভ প্রোগামে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার লিংকটা দেয়া হলো।

https://www.youtube.com/watch?v=8iLRT2LdZC8&ab_channel=SuprovatSydney.

সুপ্রভাত সিডনি পরিবার তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছে। একই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ড. মামুন রহমান বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত সম্মানিত সমাজসেবক ছিলেন। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকাবস্থায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেট ড. মামুন রহমান দেশ ও জাতির সেবার ব্রত নিয়ে বাংলাদেশের নিজ এলাকা খুলনার ফুলতলা উপজেলার জামিরা ইউনিয়নে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেন এবং জামিরা ইউনিয়নের ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান ছিলেন।

রাস্ট্রচিন্তাবিদ ড. মামুন রহমান গবেষণা কাজের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন। তার লেখা ৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এসময় তিনি অন্য লেখকদের বইও প্রকাশ করেছেন। তিনি মৃত্যু আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে মৃত্যু দন্ড -বিরোধী সংগঠন সাপোর্ট লাইফ এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

মানব জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। কিন্তু এ মৃত্যুই শেষ নয়, তা হচ্ছে পরবর্তী জীবনের সূচনা। আর মৃত্যু অর্থ দেহ থেকে রুহ বিচ্ছিন্ন হওয়া। তার মানে মানুষের মৃত্যু আছে বিনাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন।মানুষ তার কর্মতৎপরতা দ্বারা এ দু'টোর যেকোনো একটির অধিকারী হতে পারে এবং অনন্ত জীবনের স্থায়ী ঠিকানা গড়তে পারে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন, শ্রবণ দর্শন ও মনন শক্তি দিয়েছেন। এসবের অপব্যবহার তাকে অনিবার্যভাবে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, আর জাহান্নামের জন্য সৃস্টি করেছি অধিকাংশ মানুষ আর জিনকে। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা, তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুবৎ বরং তার চেয়েও বিভ্রান্ত । এরাই তো হচ্ছে গাফিল-অমনোযোগী (সূরা আ'রাফঃ১৭৯)।

কুরআন মজীদে মর্মস্পর্শী ভাষায় জান্নাত জাহান্নামের বিবরন উপস্থাপন করা হয়েছে। মিশরের খ্যাতনামা মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবীদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ তদীয় কালজয়ী গ্রন্থ 'মাশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন ' এ কিয়ামতের ছবি এঁকেছেন কেবল কুরআন মজীদ থেকে। গোটা কুরআনে সূরা ভিত্তিক কিয়ামতের বর্ননাকে তিনি বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ দিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এটাকে "আল কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য " কিয়ামত বিষয়ক তাফসীর গ্রন্থও বলা যেতে পারে। বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।

সুতরাং অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইটি সংগ্রহ বা ডাউনলোড করে পূর্ণ বিবরণ পড়ে কিয়ামত বিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার আহবান জানিয়ে আমি শুধু প্রদত্ত কুরআনের আয়াতের অনুবাদ তুলে ধরছি আপনার খিদমতে,,,, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"স্বরন কর সে চরম সংকটের কথা, যেদিন তাদেরকে আহবান করা হবে সাজদা করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না, তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। তারা যখন সুস্থ ছিল তখনতো তাদেরকে সাজদা করার জন্য আহবান করা হয়েছিল। (সূরা কালাম: আয়াত, ৪২-৪৩)

--লোকে যা বলে, তাতে তুমি সবর কর এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে পরিহার কর। আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ছেড়ে দাও আর তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য। নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে রয়েছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি, আরো রয়েছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। যেদিন পৃথিবী এবং পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে আর পর্বতমালা পরিনত হবে বহমান বালুকা রাশিতে। আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি একজন রাসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ, যেমন আমরা রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের নিকট। কিন্তু ফিরাউন সে রাসূলকে অমান্য করলো, ফলে আমরা তাকে কঠোর পাকড়াও করেছি। অতএব তোমরা যদি কুফরী কর তবে সেদিন কি করে আত্মরক্ষা করবে, যেদিন শিশুকে পরিনত করা হবে বৃদ্ধে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। নিঃসন্দেহে এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছে হয়, সে আপন প্রতিপালকের পক্ষ অবলম্বন করুক। (সূরা আল মুযযাম্মিল: আয়াত,১০-১৯)

--সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, নক্ষত্ররাজি যখন খসে পড়বে, পর্বতমালা যখন চলমান হবে পূর্ণগর্ভাউষ্ট্রী যখন উপেক্ষিত হবে, বন্য পশু যখন একত্র হবে, সমুদ্ররাজি যখন স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? আমলনামা যখন উন্মোচিত হবে, আকাশের আবরণ যখন অপসৃত হবে, জাহান্নামের আগুন যখন উদ্দীপ্ত করা হবে, জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, কী নিয়ে সে হাযির হয়েছে। (সূরা তাকভীর,আয়াত:১-১৪)

--অতএব তুমি উপদেশ দাও,যদি তা ফলপ্রসূ হয়। যে ভয় করে, সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে। আর তা হতে দূরে থাকবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা। যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, অতঃপর সেখানে সে মরবেওনা বাঁচবেওনা। (সূরা আল আ'লা-৯-১২)

---না, এটা ঠিক নয়। পৃথিবীকে সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন এবং সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগনও। সে দিন জাহান্নামকে হাযির করা হবে, তখন মানুষ বুঝতে পারবে, কিন্তু তা ঠিক কি কাজে আসবে। সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রীম পাঠাতাম। সেদিন তার শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, এবং তাঁর বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ করতে পারবে না। হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো প্রশান্ত ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা ফাজর,আয়াত:২১-৩০)

---অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক নাদ আসবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে হবে উজ্জ্বল স্বহাস্য প্রফুল্ল। আর কিছু মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত, কালিমা সে সবকে করবে আচ্ছন্ন। এরাই হচ্ছে কাফির পাপচারী। (সূরা আবাসা,আয়াত :৩৩-৪২)

-- যারা ঈমানদার নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব, আছে দহন যন্ত্রণা। যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। ইহাইতো মহা সাফল্য। (সূরা বুরুজ, আয়াত : ১০-১১)

-- মহা প্রলয়! কী সে মহা প্রলয়! মহা প্রলয় সম্পর্কে তুমি কী জান? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো আর পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো, তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে-তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। অবশ্য যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া। তুমি কি জান কী উহা? উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি! (সূরা আল- কারিয়াহ)

--চক্ষু যখন স্থির হয়ে যাবে এবং চন্দ্র যখন হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, সূর্য ও চন্দ্রকে যখন একত্র করা হবে, তখন মানুষ বলবে, আজ পলায়নের স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয় স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে কী সে অগ্রে প্রেরণ করেছে আর কী পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত যদি ও সে নানা অজুহাত অবতারনা করে। (সূরা আল-কিয়ামাহ,আয়াত: ০৭-১৫)

-- না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনের ভালোবাসা ও আখিরাতকে উপেক্ষা কর। সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা নিজেদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর কিছু মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ, এ আশংকায় যে,ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন। (সূরা আল-কিয়ামাহ,আয়াত: ২০-২৫)

---না, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, বিদায় ক্ষণ। এবং পায়ের সাথে পা জড়ায়ে যাবে, সেদিন তোমার প্রতিপালক সমীপে সব কিছু প্রত্যানিত হবে। সে বিশ্বাস করেনি, এবং সালাত আদায় করেনি, বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর সে নিজ পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। (সূরা আল-কিয়ামাহ,আয়াত: ২৬-৩৩)

-- দুর্ভোগ, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। যে অর্থ জমায় এবং উহা বারবার গননা করে। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হুতামা কী, তা কি তুমি জান? উহা আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই ইহা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। (সূরা আল-হুমাযাহ)

সম্মানিত পাঠকগণ! পত্রিকায় সীমাবদ্ধ আকারে লেখা উপস্থাপন করা প্রয়োজন, তাই কলেবর না বাড়িয়ে সবাইকে আন্তরিক অনুরোধ "আল কুরআনে কিয়ামতের দৃশ্য " নামক বইটি পড়ার জন্য। এছাড়াও সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ " তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন " মূল কিতাব প্রিন্টকপি, এ্যাপস ও পিডিএফ ফরমেটে আছে, যার যেভাবেই সুবিধা তা অধ্যায়ন করে কুরআনের জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। আমিন

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী মহিলা সমিতির সভা

শেখ মো সাইফউদ্দিন

গত ২১ নভেম্বর ২০২০ সিডনিতে বিকেল ৩৩০ মিনিট এ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী মহিলা সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ এ অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় ছিল মেন্টাল হেলথ। সিডনির বিভিন্ন এলাকা থেকে সম্মানিত মহিলা সদস্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। একজন পেশাদার বক্তার সাজানো কথার পরেই ছিলো প্রশ্ন পর্ব।সব শেষে হালকা রিফ্রেশমেন্টের মাধ্যমে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে আপ্যায়িত করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ায় যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৩০ অক্টোবর ২০২০ সিডনিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। আলোচনা সভার পূর্বে বেলুন উড়িয়ে কেক কাটা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ইয়াসির আরাফত। এ সময় টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুবদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম নিরব।

জাতীয়তাবাদী যুবদল অস্ট্রেলিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, যুবদল অস্ট্রেলিয়া সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবীর পিন্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম শামীম, নিউসাউথওয়েলস যুবদলের সভাপতি শেখ সাইফ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম, কুদ্দুসুর রহমান, মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, মিলন ফকির, মো: হাসনাত হোসেন, নুর মোহাম্মদ, সাইফ, নাসির উদ্দিন বাবুল প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে যুবদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম নিরব প্রবাসে দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে চলমান গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষার আন্দোলন আরো বেগবান করার লক্ষে যুবদলকে কাজ করার আহবান জানান।

আর্মেনিয়ার সাথে আজরবাইজানের যুদ্ধ জয়ে কার কি লাভ ক্ষতি?

১০-এর পৃষ্ঠার পর

থেকে প্রায় জালানী চাহিদার ৮০% আমদানী করতো। পরিবর্তে বিভিন্ন অস্ত্র সরবরাহ করতো। অন্যদিকে ইরানের শ্লোগানের ভয়ে আজেরীদেরকে ব্যবহার করে ইরানে বিভিন্ন রকমের সেবোটেজ করতো। যে কারনে ইরানের সাথে সম্পর্ক খুবই খারাপ অর্থাৎ তলানীতে পৌঁচেছিল। জিদ করে আর্মেনিয়ার সাথে সম্পর্ক করে পাল্টা ব্যবস্থা নেয় এবং আর্মেনিয়ার কাছে অস্ত্র সরবরাহ করতো। কিন্তু এইবার তুরস্কের কারনে সম্পর্ক পুন:স্থাপিত হয়। এবং প্রকাশ্যে আজারবাইজানকে ইরান সরকার ও সর্বোচ্চ নেতা ইমাম খামেনীও সমর্থন জানায়। তাতে আজারবাইজান ও ইরানের মধ্যে আবার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে আশা করি। এবং ইসলামের চীর শত্রুরা পিছনে হটতে বাধ্য হবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

ইস্রাইলের লাভ ক্ষতি: ইস্রাইল সব মুসলিম দেশের সাথে বৈরীতা থাকলেও পরস্পরের স্বার্থের কারনে উভয়ই ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। এবং ইস্রাইল তার হেরন ড্রোন সহ বিভিন্ন অস্ত্র সরবরাহ করেছিল। সাথে প্রশিক্ষনও দিয়েছিল। এবং এই যুদ্ধে আর্মেনিয়াকে সমর্থন জানায়নি। তাতে সে কিছুটা হলেও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে আস্থাভাজন হতে পেরেছে। ভবিষ্যতেও উভয় পক্ষ উপকৃত হবে। তবে ইরানকে খুশি করতে গিয়ে সম্পর্কের অবনতিও হতে পারে।

ফ্রান্স সহ অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলোর লাভ ক্ষতি: বর্তমানে মুসলিম ও তুরস্ক বিদ্বেষী পশ্চিমাদের মধ্যে সবচাইতে ফ্রান্সই চরম ভাবে সব জায়গায় বিরোধিতা করে আসছে। এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগ পর্যন্ত তুরস্কের ওসমানী খেলাফাত দীর্ঘ ৬৩৭ বছর পর্যন্ত বিশ্বে একক সুপার পাওয়ার ছিল। এই ফ্রান্সই রাশিয়া ও বৃটিশকে নিয়ে ঐক্য করে ষড়যন্ত্র শুরু করে কিভাবে ওসমানী মুসলিম খেলাফাতকে পরাজিত করা যায়। বিশাল ওসমানী সাম্রাজ্য ধ্বংশ করে নিজেদের মধ্যে বাগ বাটোয়ারা করে শোষন ও শাসন করা যায়। দীর্ঘ দিনের ওসমানী খেলাফাতের শেষ দিকে আভ্যন্তরীন দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুরস্কোর ভুলের সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারী ফ্রান্স ঐক্যফ্রন্টের মাধ্যমে যেমন প্লান করেছিল ঠিক তেমনি কার্যকরী করে সফল হয়। তদুপরি তারা খেলাফত ধ্বংশ করলেও ধর্মকে ধ্বংশ করার সুযোগ পায় নাই। না পেলে কি হবে তুরস্কে বিশ্ব জোড়া খেলাফত ধ্বংশ হওয়ার সাথে সাথে তাদেরই বশংবদ নাস্তিক মোস্তাফা কামাল ক্ষমতা দখল করে ধর্মকে এমনভাবে দেশ ছাড়া করেছে যা কোন বিধর্মীও কোন দেশে করে নাই বা করতে পারেনাই।

ফ্রান্স সহ ঐক্য শক্তি একচ্ছত্রভাবে সমগ্র ওসমানী খেলাফাত সহ সম্পূর্ণ মধ্য প্রাচ্য, সম্পূর্ণ আফ্রিকা দখল করে ঢালাওভাবে লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করে এবং সব কিছু লুটপাট করে নিজ দেশকে সম্পদশালী বা উন্নত দেশ করার দাবী করে। ফ্রান্স এক আলজেরিয়াতেই ২৫ লাখ মুসলিমকে হত্যা করে। অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। তুরস্ক অধ:পতিত হওয়ার পর তাদেরকে বাধা দেয়ার মত আর কোন শক্তি ছিলনা। তাই তাদের মনে ভয় যদি তুরস্ক এক বার মাথা উচুঁ করে দাড়িয়ে যায় তখন তাদের কি উপায় হবে।

এই ভয়ে সব জায়গাতেই তুরস্কের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সিরিয়া, লিবিয়া, ভূমধ্যসাগরে ও সর্বশেষ আজারবাইজান - আর্মেনিয়ার যুদ্ধে সব জায়গাতেই আরব আমীরাতের পুতুল রাজপুত আল্লার দেয়া অঢেল তেল সম্পদকে মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্বের নিপীড়িত জন কল্যাণে না লাগিয়ে ফ্রান্স সহ পশ্চিমাদের অস্ত্রের পিছনে খরছ করছে।

এত সব কিছুর পরও ফ্রান্স ও তার পুতুলেরা ও দোসরেরা প্রতিটি জায়গায় পরাজিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে আজেরবাইজান ও আর্মেনিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে সবাই বুজতে পেরেছে তুরস্কের মত ঐতিহ্যবাহী যোদ্ধা জাতিকে আর ধমিয়ে রাখা যাবেনা। সবাই বুজতে পেরেছে তুরস্ক এখন আ লিক শক্তি এবং অদূরেই বিশ্ব শক্তিতে পরিনত হতে যাচ্ছে। এই সপ্তাহে রাশিয়ার পররাস্ট্র মন্ত্রীও তাই বলেছে। তুরস্ক এখন একটি আ লিক শক্তি। অতএব সমগ্র পশ্চিমা শক্তি গুলো ধীরে ধীরে তুরস্কের উত্থানকে মেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। আশা করা যায় ফ্রান্স সহ পশ্চিমারা এই পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহন করে হয়তো আর তুরস্কের বিরোধিতা নাও করতে পারে। তাও বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব তার প্রয়োজন ছিল একজন ভ্রার্তৃপ্রতিম দেশ যে এই মুহূর্তে জালানী সরবরাহ করবে। আশা করি সৌদি জালানীর স্থান আজারবাইজান পূরন করবে। পাকিস্তান আজারবাইজান-এর মত তেল গ্যাস এ সমৃদ্ধ একটি দেশ থেকে যথেস্ট সাহায্য পাবে যা পাকিস্তানের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রাশিয়ার লাভ ক্ষতি: পরাশক্তি রাশিয়া ১৯২০ সালের দিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসানের সময় সেন্ট্রাল এশিয়ার সব দেশ গুলোসহ সামরিক ও জনশক্তির জোরে দখল করে নেয়। ককেসাসের আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াও দখল করে নিজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করে নিয়েছিল। দীর্ঘ ৭০ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষনা করে। এই অ লে রাশিয়ার সাম্রাজ্য হারাবার পরও প্রভাব রয়েছে। বলতে গেলে এখনও তাদের একচ্ছত্র অস্ত্রের বাজার। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছে। এই অ লে কিছু হলে তারাই নিজের প্রভাব খাটিয়ে মীমাংশা করে। একসময়ের তাদের অধীনে থাকা দেশগুলোর কোন ক্ষমতাই থাকেনা তাদের কথা না শুনার। যদিও ধীরে ধীরে তা কমে আসছে। এই বারই প্রথম তুরস্ককে আ লিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে নাগার্নো কারাবাখে তুরস্ককে যৌথ শান্তি বাহিনীতে নিয়েছে। উভয় শক্তি এক সাথে যুদ্ধ বিরতি মনিটরিং করছে।

ইরানের লাভ ক্ষতি: ইরানের সাথে আজারবাইজানের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক। কারন রক্তে বংশে আজারবাইজান তুরস্কের হলেও ধর্মীয় ভাবে প্রায় সবাই শিয়া তথা ইরানের অনুসারী। এমন কি ওসমানী খেলাফাতের আগে এই এলাকা ইরানের অধীনে শাশিত ছিল। এবং প্রায় ২ কোটির মত আজেরী অধিবাসী এখনও ইরানের অন্তর্ভূক্ত। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী রেভ্যুলেশান হওয়ার পর অতি উৎসাহী ইরানী নেতারা আজারবাইজানেও ইসলামী বিপ্লব রপ্তানী করতে চেয়েছিল। যে কারনে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ইরান সদা ভয়ের মধ্যে আছে, কখন তার দেশের আজেরী অধিবাসীরা আজারবাইজানের সাথে যোগ দেয়ার আন্দোলন শুরু করে।

এছাড়াও যেখানে কিছুটা গোলমাল আছে সেখানে ইস্রাইল সাহায্যের নামে ডুকে পড়ে। ৯০ এর দিকে আজারবাইজান ছোট একটি দেশ আর্মেনিয়ার কাছে রাশিয়ার কারনে অপমানজনক ভাবে পরাজিত হয়েছে তখনি ইস্রাইল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আজারবাইজানে ডুকে পড়লো। এবং আজারবাইজান

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, December-2020
Year-12

২২শে শ্রাবণ এলে বাঙালিদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে

বটু কৃষ্ণ হালদার

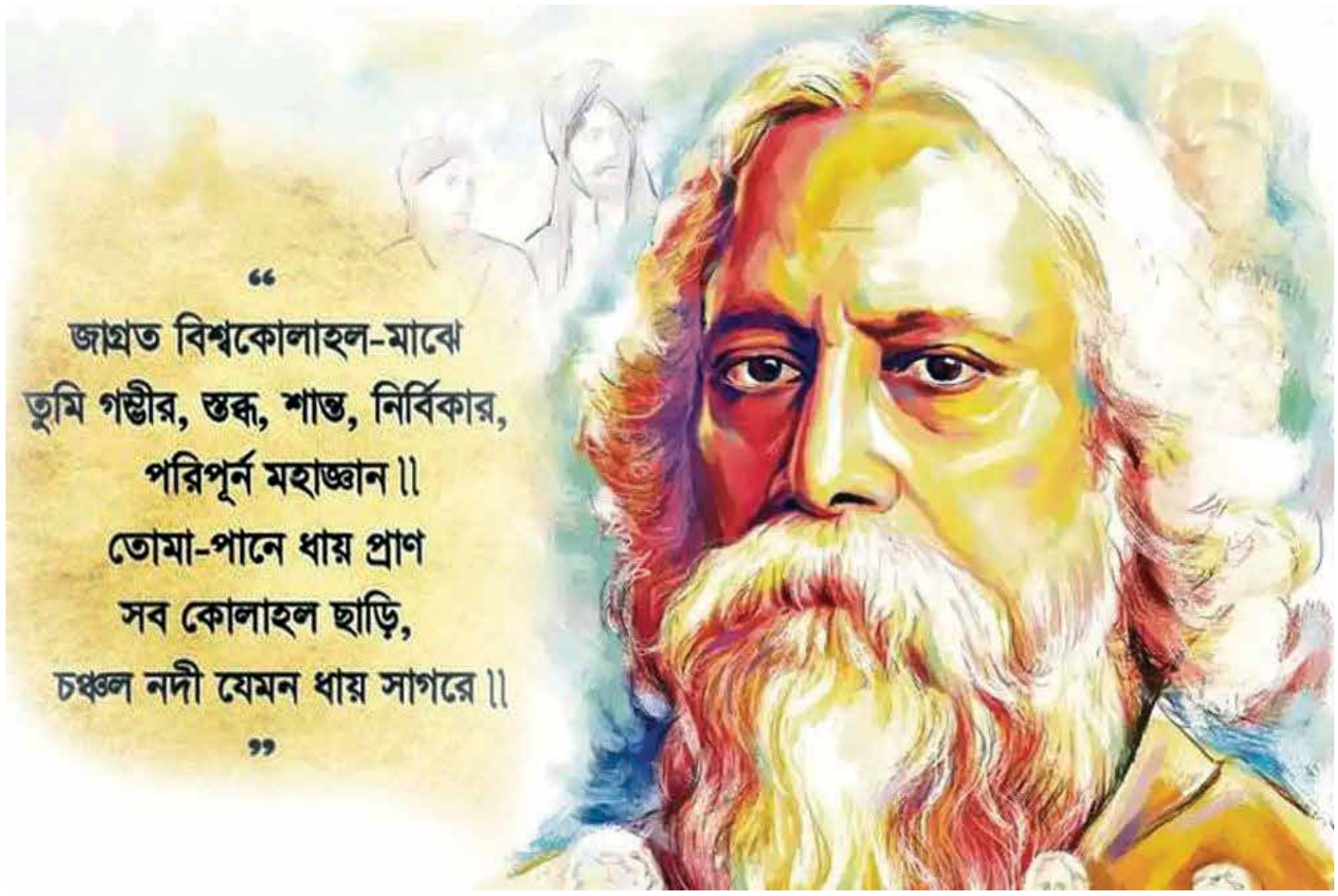

একদিকে পূব আকাশের রবি আলো দিয়ে পরিবেশকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। অপরদিকে প্রাণের রবি সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। তিনি ছিলেন শৈশবের হাতে খড়ি, শিক্ষাজীবনের পথ চলা শুরু। সহজপাঠ বুঝিয়ে ছিলে তুমি শিক্ষাগুরু।

বিশ্বকবি রবি ঠাকুর, আমাদের সবার প্রাণের ঠাকুর। হৃদয় মননের ছবি। তিনি পূব আকাশের সোনালী রঙের ছটা। যুগ যুগ ধরে সাহিত্যের আলোচনায়, নবীন কবিদের কলমে ঝড় ওঠে। সমাজের বুকে কবির মহিমা অন্তহীন দিগ চক্রবাল। সাহিত্যের শুভ চেতনায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছন্দ গান, বাঙালির রক্ত শিরায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। তিনি সর্বক্ষেত্রে বিশারদ, তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। আজও মায়েদের ঘুম পাড়ানি গানে তোমার সুরের ছোঁয়া পাই। হৃদয়ে শক্তি মাখা সে রং তুলি দিয়ে যে স্বপ্ন আঁকা, তিনিই তো সেই প্রাণের ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ওই দূর আকাশে যখন মিটি মিটি তারাদের দিকে চেয়ে দেখি, মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, আজ বাইশে শ্রাবণ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনশৈলীতে বিশ্বাসী অসীম সাহিত্যের দার্শনিক। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন জীবন রসের কবি। অসীম সসীমের মিলনকে কবি অনুভব করেছেন। প্রেম ভালোবাসার রূপে, রসে, গন্ধ, স্পর্শে, বিষাদে, সুখ-দুঃখে পৃথিবীর তুচ্ছতম ধুলিকনা ও কবির কাছে পরম উপভোগ্য হয়েছে। সবই অভিষিক্ত হয়েছে সৌন্দর্যায়নের উৎসরসে। বিশ্বের অন্তর্নিহিত যার থেকে এই অনন্তময় পৃথিবীর সৃষ্টি, সেই অন্তর্নিহিত সৃষ্টির মূল সত্য কবির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার সাথে যুক্ত হয়েছিল। বিশ্বে কোন কিছুর স্থির নেই। সমস্ত বিপুল পরিবর্তনময়। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে অবিরাম। এই অনির্দিষ্ট ছুটে চলা, অনন্ত জীবন প্রবাহের এটাই বিশ্ব সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ও গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশ্ববাসীর কাছে এক জীবন্ত প্রতি মূর্তির নাম হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২২শে শ্রাবণ দিনটি আজও সমগ্র ভারত তথা বিশ্ববাসীর হৃদয়ের মাঝে অক্ষত। এই দিনটির জন্যে প্রতি বছর অপেক্ষা করে থাকি আমরা সবাই; কারণ সাহিত্যের পিতাকে স্মরণ করার জন্যে। সেই গৃহবন্দি ছোট্ট রবি, বিশ্ব বরণীয় কবি। সমগ্র বিশ্বের দরবারে এক বিস্ময়কর বাস্তবধর্মী জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাই তাঁকে স্মরণ করে পঁচিশে বৈশাখ সমগ্র ভারতবর্ষে জন্মদিনের উৎসব মহা আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়। সমগ্র বিশ্বের দরবারে তিনি এক জীবন্ত আইডল। স্থান, কাল, পাত্র, অলিগলি, রাজপথ, গ্রাম সমগ্র জায়গায় তাঁর অবস্থান। তাই তাঁকে ছাড়া সাহিত্যের ভান্ডার অপূর্ণ। বর্তমানে যারা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেন তার উৎস হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কারণ যুগ যুগ ধরে তাকে নিয়ে গবেষণা হয়ে আসছে এবং আগামী ভবিষ্যতেও হবে। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানে গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গা পূজা করা, নিজের সাহিত্যের আত্মাকে শুদ্ধ করে নেওয়া। এক হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে যেমন মাপা যায় না সমুদ্রের গভীরতা তেমনি কার সাধ্য আছে তাঁকে বিশ্লেষণ করার। যদি পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াও নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয় ঠিক তেমনই সাহিত্য তথা সমাজ দর্শনে তিনি এক জাগতিক মাহীরুহ, তার মহিমাত্ব কখনও মাপা যায় না। ব্যস্ত সময় একে একে ফিরে যায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, আসে বসন্ত ঝরা পাতা ডাক দিয়ে যায় আগামীর নব কল্লোলের, রবীন্দ্র সম্ভারের বিশ্ব চর্চিত বন্দনায় তাঁর স্মরণে স্বরচিত কবিতা, গান, নাটক, ছড়া, গীতিআলেক্ষ্য, গল্প ভরিয়ে দেবে লাল পলাশের সামাজিক বন্দনায়। তিনি ছিলেন বঙ্গ তনয়ার গর্ব। মা সরস্বতীর কৃপায় ভরে উঠেছিল তার সাহিত্যের অঙ্গন। তিনি ছিলেন দেশ গৌরব শ্রেষ্ঠ কলম সৈনিক। জাগতিক সমগ্র ধারা তার কলমের রেখায় ফুটে উঠেছিল। তিনি বঙ্গ বিশ্বের বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরোবরের তাজা পদ্ম হয়ে উনিশ শতকের দোর গোড়ায় এনেছিলেন বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁস। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর মিলন ঘটিয়ে পরিপূর্ণ করেছিলেন সাহিত্যের দরবার।

দেশ তখন পরাধীন। ব্রিটিশদের পায়ে পদদলিত ভারতবাসী স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে অবিচল। পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশ মায়ের মুক্তি ঘটাতে মিটিং, মিছিলে ব্যস্ত সন্তানরা। যে কোন মূল্যে- এমনকি দেশের জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে বদ্ধ পরিকর সবাই। একে একে বীর সন্তানেরা ফাঁসির মঞ্চে গাইছে জীবনের শেষ জয়গান। সেই সময়ে তিনিও বসে থাকেননি হাত গুটিয়ে। জনগণকে উৎসাহ দিতে গর্জে ওঠে তার কলম। দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে কলমের খোঁচায় তুষের আগুনকে খুঁচিয়ে দিয়ে লিখেছেন অগণিত দেশত্ববোধক গান, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি। শহীদ ভাইদের স্মরণে তাঁর কলম অবিরত চলেছিল। তিনিও বসে থাকেনি, সর্বদা অবিচল ছিলেন আন্দোলনের লক্ষ্যতে। অনেক আন্দোলনে তিনি সামিল হয়েছেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাজনের প্রয়াস ব্যর্থ করতে তিনি সামিল হয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। তিনি হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলন ঘটাতে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন। দিয়ে গেছেন সম্প্রতির মেল বন্ধন এর বার্তা। ১৯১৯ সালে বিশেষ করে জালীয়ানওয়ালাবাগে বর্বর হত্যাকান্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ারের তীব্র নিন্দা করেন এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশদের থেকে প্রাপ্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করেন লর্ড চেমসফোর্ডকে তিনি বলেন যে, "আমার এই প্রতিবাদ, আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌন যন্ত্রণার অভিব্যক্তি"। এর থেকে বোঝা যায় তিনি কত না দেশকে ভালোবাসতেন। তিনি শুধু কলম দিয়ে নয়, মন প্রাণ দিয়ে দেশকে সেবা করেছেন। তিনি এক দিকে দেশ প্রেম- আর অন্য দিকে সাহিত্য চর্চায় নিজেকে মোহিত করা দুটোকেই সমানতালে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। সাহিত্য দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সমগ্র বিশ্বে। তিনি বিশ্ব জোতির্ময়ের অগ্নিবলয়। জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যুগযুগ ধরে জাজল্য মান। বিশ্বকবি তাঁর অমূল্য সৃষ্টি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ লিখে পেয়েছিলেন বিশ্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল ১৯১৩ সালে। বিদগ্ধ এশিয়ায় সর্বপ্রথম এই বিশ্ব সম্মানে ভূষিত হয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি তথা ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক আলাদা স্বাক্ষর রেখে যান। আজও কখনো কখনো গুণগুণ করে হৃদয়ের আলক্ষ্যতে গেয়ে ওঠে- "আমারও পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তাই গো।" কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি, পূজা পাণ্ডেল, এ দূর হতে দূর অন্তরে আমরা তার সুরের ছোঁয়া পাই। তার সৃষ্টি ধারা মধুরিত হয় আকাশ বাতাস। কোনো সাহিত্য চর্চা অনুষ্ঠান এ আমরা তাঁর আলোচনা দিয়ে শুরু ও শেষ করি। যারা এই সময় সাহিত্য চর্চা করেন তার অমৃত ধারা পান করে শুদ্ধ হই মাত্র. তিনি জাগতিক সাহিত্য ধারার সৃষ্টিকর্তা তাই তাঁকে স্মরণ না করলে, সাহিত্যের আসর কখনোও পূর্ণ হবার নয়। ছোট্ট শিশুর ঘুম পাড়ানিয়া গানে মায়ের সুরে তাঁর ছোঁয়া। বিশেষ করে, একটি বিনি সুতোর মালায় গাঁ, শহর, অলি, গলি, রাজপথকে বাঁধার যে প্রয়াস তিনি করেছিলেন, সেদিক থেকে তাঁর প্রয়াস সার্থক। তাই তিনি যুগ যুগ ধরে বেঁচে ছিল, আছে, এবং থাকবেন সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়ে। রবি ঠাকুর শুধুমাত্র তিনি সাহিত্যের ধারক ছিলেন না, ছিলেন দেশের প্রতি কর্তব্য বিমূঢ় সুচিন্তিত রাজনীতিবিদ। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত জটিল। তিনি সর্বদা সন্ত্রাস বাদের বিরোধিতা করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কে সমর্থন করেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত "মানসী" কাব্যগ্রন্থতে কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় তথ্য প্রমাণ ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা শুধু জানতেন না বরং এই ষড়যন্ত্র তৎকালীন জাপানি প্রধানমন্ত্রী তেরাউচি মাসাতাকি ও প্রাক্তন প্রিমিয়ার ওকুমা শিগেনোবুর এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। অন্যদিকে ১৯২৫ সালে একটি গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনকে "চরকা" সংস্কৃতি বলে বিদ্রুপ করে রবি ঠাকুর এর কঠোর বিরোধিতা করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার চোখে ছিল "আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির উপসর্গ"। এই কারণে বৈকল্পিক ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর গভীরভাবে আলোকপাত করেন। তিনি অন্ধ বিপ্লবকে বিশ্বাস করতেন না। বাস্তবসম্মত উপযোগীমূলক শিক্ষার পন্থাটিকে গ্রহণ করার আহবান জানান। তাঁর এই ধরণের রাজনৈতিক মতবাদে অনেককেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। ১৯১৬ সালের শেষ দিকে সানফ্রান্সিসকোর একটি হোটেলে অবস্থানকালে একদল ভারতীয় চরমপন্থী রবি ঠাকুরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার জন্য লিখেছেন, অগনিত গান ও কবিতা, নাটক ইত্যাদি। তাঁর কবিতা "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য" ও গান " যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে" রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে টনিক হিসাবে কাজ করেছিল। একলা চলোরে গানটি বাপুজির খুব প্রিয় ছিল। গানটির আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে মানব জীবনের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সত্যই একা এই পৃথিবীতে আগমন ও একা একা ফিরে যাওয়া তবুও এই বিশ্বের দরবারে আমার আমিত্ব সংজ্ঞায় ভাই ঝরায় ভাইয়ের রক্ত বা সন্তান ঝরায় পিতা মাতার রক্ত। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কবির ছিল সম্পর্ক মধুর। দলিত সম্প্রদায়দের জন্যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মহাত্মা গাধী ও ড. বি. আর আমবেদকরের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হয় তার সমাধানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গান্ধী তাঁর আমরণ অনশন প্রত্যাহার করে নেন। স্বদেশ প্রেমে তিনি মোহিত ছিলেন কারণ, দেশের উন্নতি কল্পনায় সর্বদাই উন্নতশীল চিন্তা করতেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় আনতে চেয়েছিলেন আমূল পরিবর্তন। তিনি বুঝেছিলেন যে, একমাত্র শিক্ষার আলোয় অন্ধ কুসংস্কারছন্ন ভারতের মুক্তির পথ লুকিয়ে আছে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলিয়ে দিয়ে নতুন শিক্ষার অঙ্গন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। আধুনিক চিন্তা ধারায় সমাজকে সাজাতে চেয়েছিলেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠবে আধুনিক ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, এই রাস্তায় আসবে প্রকৃত বিপ্লব, পাল্টাবে বস্তা পঁচা ধ্যান ধারণা, আসবে উন্নতির। জোয়ার তাই জ্ঞানের আলোয় সমাজকে আলোকিত না করলে থমকে যাবে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার ধারা। আর উন্নত সমাজ গঠন ***২৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

২৬ পৃষ্ঠার পর

না হলে গড়ে উঠবে না উন্নত দেশ। উন্নত দেশগড়ার মানচিত্র থেকে যাবে খাঁচায় বন্ধী পাখির মত, শুধুই ডানা ঝাপটাবে কিন্তু অসীম আনন্দের দিশা খুঁজে পাবে না। ১৯১৭ সালের ১১ই অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়ার সানটা বারবারা ভ্রমণেরকালে এই চিন্তাধারার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নতুন ধরণের বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন। তাঁর হাতে গড়া শান্তিনিকেতনের আশ্রমটিকে দেশ ও ভূগোল এর গণ্ডির বাইরে ভারত ও বিশ্বকে একসূত্র ধারায় বিশ্ব পাঠ কেন্দ্রতে পরিনত করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এক কথায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে এক ধারায় আনতে চেয়েছিলেন। অবশেষে ১৯১৮ সালের ২২শে অক্টোবর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেন।১৯২২ সালের ২২শে ডিসেম্বর উদ্বোধন করেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের। তিনি নিজে কঠিন পরিশ্রম করে অর্থ জোগাড় করেছেন শুধুমাত্র দেশের মানুষকে সুচিন্তায়, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে বলে। তিনি পেয়েছিলেন বিশ্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের জন্য সেই পুরস্কার এর অর্থ মূল্যও ব্যয় করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে অর্থ জোগাড় করতে। তিনি একধারে মহান ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে সাহিত্যের দরবার। ভারতের সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি নিজেকে যুক্ত না করলেও অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিলেন। কারণ, সমসাময়িক কিছু কিছু ঘটনা (বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, জালীয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ইত্যাদি) থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি বরং তিনি ছিলেন স্বদেশীকতার বরেণ্য পুরুষ। ১৮৯৬সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে "বন্দে মাতরম" গানটি রবি ঠাকুর উদ্বোধন করেন। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর শিবাজি উৎসব পালন করেন তার অনুপ্রেরণায় তিনি লিখেছেন বিখ্যাত কবিতা "শিবাজী উৎসব"। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন দেশের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন আনতে চেয়ে বাংলাকে দুই ভাগ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে তিনি রাস্তায় নেমে পড়েন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মেল বন্ধন গড়ে তুলতে তিনি "রাখিবন্ধন" উৎসব চালু করেন। আজও সেই উৎসব যুগের পর যুগ পালন করা হয় সম্প্রীতির মেলবন্ধন হিসাবে। এই উৎসবকে স্মরণীয় করার জন্য রচনা করেন গান "বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূন্য হউক, পূন্য হউক, পূন্য হউক হে ভগবান"। তিনি শিলাইদহে বসবাসকালীন দরিদ্র প্রজাদের জন্যে চালু করেন শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল সরবরাহ, সড়ক নির্মাণ ব্যবস্থা, ঋণের দায় থেকে কৃষকদের মুক্তিদানসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ। তাই তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন সবার হৃদয়ের মাঝে যুগ যুগ ধরে। তিনি স্বদেশী আন্দোলন সমর্থনকালে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে কখনো সমর্থন করেননি। একদিকে ভারতের জাতীয় প্রকৃতি ও তার ইতিহাসের ধারা কবির কাছে হয়ে ওঠে গভীর অর্থবহ আর অন্য দিকে আধ্যাত্মিক ভাবনায় তাঁর চিত্ত ধাবিত হয় রূপ। জীবনের পর্বে পর্বে তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য দর্শনের পরিক্রম ঘটেছে, যুগে যুগে পৃথিবীতে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে রূপান্তর ঘটেছে, কবি সব কিছুকেই আত্মস্থ করেছেন গভীর অবলীলায় ক্রমাগত নিরীক্ষায় এবং বিশ্ব পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। এই পরীক্ষা- নিরীক্ষার ফসল তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, ছড়া, ছোট গল্প, গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, নাটক, গীতিনাট্য, ভ্রমণ কাহিনী, চিঠিপত্র এবং দেশ বিদেশে বক্তৃতামালা। তাঁর অন্তর্নিহিত জীবনবোধ ছিল স্থির এবং বস্তু পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে আপন আদর্শতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে তাঁর সৃজনশীল রূপটি ছিল চলিষ্ণু ও পরিবর্তনশীল। তিনি কালের নয়, ছিলেন কালজয়ী। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব ছিল যুগান্তর।

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইবো না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো" কবিগুরুর পায়ের চিহ্ন না রইলেও তার রচনায় ভর করে খেয়াতরী আজ ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বের প্রতিটি কোনায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘড়িতে তখন বাইশে শ্রাবণ এর বেলা ১২টা বেজে ১০ মিনিট তখন প্রাণের কবি রবি ঠাকুর আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন। জাগতিক নিয়মের কাছে হার মেনে ছিল নশ্বর দেহ। কিন্তু তিনি আজও আমাদের কাছে চির জীবিত। অসামান্য রচনাশৈলীর মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিশ্বে বেঁচে আছেন। তিনি আজও আমাদের কাছে পথপ্রদর্শক, প্রেরণাদাতা। রবি ঠাকুর আমাদের মন মানসিকতা গঠনের চেতনার উন্মেষ-এর প্রধান অবলম্বন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের জগতে এক যুগান্তকারী রেনেসাঁস নেমে আসেন তার হাত ধরে। মহাকালের চেনাপথ ধরে প্রতিবছর বাইশে শ্রাবণ আসে। এই বাইশে শ্রাবণ দিনটি বিশ্বব্যাপী রবি ঠাকুরের ভক্তদের কাছে এক চরম শূন্যতার দিন। বাঙালি জাতিসত্তা এবং বাংলা সাহিত্যের বিশাল একটি অংশ যে পথের সন্ধান করেছিল, সেই পথ লীন হয়েছিল এই দিন। রবীন্দ্র কাব্যে বার বার মৃত্যু ফিরে এসেছে বিভিন্নভাবে। তিনিও সেই সত্যের পথ ধরে অভিযাত্রী হয়েছেন। তাইতো কাব্য কবিতায় তিনি মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। মেঘ বরন তুঝ, মেঘ জটা জুট। রক্ত কমল কর, রক্ত অধর পুট, তাপ বিমোচন, করুন কোর তব মৃত্যু অমৃত করে দান"। জীবনের শেষ নববর্ষের সময় কবিগুরু ছিলেন সাধের শান্তিনিকেতনে। সে সময় তাঁর কলমে রচিত হয়েছিল "সভ্যতার সংকট" নামের অমূল্য লেখাটি। ১৯৪১ সালের ১৩মে রোগশয্যায় শুয়েই লিখলেন "আমারই জন্মদিন মাঝে আমি হারা"।

ঝাঁসির সেই বীরাঙ্গনা নারী'তে ফিরে দেখা!

তন্ময় সিংহ রায়

হয়তো বিস্মৃতির গহীন অন্ধকারে ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছে এক জাতীয় মারাঠি বীরাঙ্গনার বীরত্বের সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী! হয়তো তা একদিন ইতিহাসের পাতাতে বেঁচে থাকবে শুধু অক্ষর সমষ্টি হয়েই! একজন নারী হয়েও, অসামান্য দৃঢ়সংকল্পতা, ধৈর্য্য, লক্ষ্য, মনোবল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন নির্ভিক এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের নাতিদীর্ঘ এই ইতিহাস কিন্তু যুগে যুগে বহন করে অপরিসীম অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা! ১৯ নভেম্বর, ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কাশী (বারানসী) এলাকায় মহারাষ্ট্রের এক মারাঠী করাডে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লক্ষ্মীবাঈ ওরফে মণিকর্ণিকা তামবে। চার বছর বয়সের মাতৃহারা মনু (মণিকর্ণিকা) শিক্ষালাভ করেন পারিবারিক পরিবেশের আবহে থেকেই। বিথুরের পেশোয়া আদালতে কর্মজীবন অতিবাহিত করার সময়ে, পিতা মরুপান্ত তাম্বে পরবর্তীতে তাঁর আদরের ছাবিলি কন্যাকে গড়ে তুলতে থাকেন নিজ মনের মতন করে। কোর্টের নানান কৃতকর্মে পিতার জড়িত থাকার দরুন, ছাবিলি ঐ সময়টায় অধিকাংশ নারীদের তুলনায় স্বাধীনতা ভোগ করতে পেরেছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশ অনেকটাই বেশি। আত্মরক্ষামূলক শিক্ষার্জনের পাশাপাশি অশ্ব ও তলোয়ার চালনা, তীরন্দাজি প্রভৃতি শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন তিনি, সেইসাথেই তিনি তাঁর বান্ধবীদেরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব একটি বাহিনী। সমবয়সী অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় মণিকর্ণিকা ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়। ১৮৪২ সালে ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও নিওয়াকরের সাথে তিনি আবদ্ধ হন বিবাহবন্ধনে, আর এভাবেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন 'ঝাঁসীর রানী' হিসাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহিত দম্পতির প্রথম পুত্র সন্তানটি রহস্যজনকভাবে মারা যাওয়ায় পরবর্তীকালে তাঁরা দত্তক নেন গঙ্গাধর রাও-এর জ্যেঠতুতো ভাইয়ের পুত্রসন্তান আনন্দ রাও-কে। দুর্ভাগ্যের নির্মম পরিহাস'টা তীক্ষ্ণ ও ধারালো নখ নিয়ে, ওৎ পেতে যেন এখানেও বসেছিল থাবা উঁচিয়ে! ২১ নভেম্বর, ১৮৫৩ সালে ঝাঁসির মহারাজা গঙ্গাধর রাও বরণ করেন মৃত্যুকে! এদিকে, এ হেন দত্তক নেওয়ায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী'র দখল স্বত্ত্ব বিলোপ নীতি'র কারণে তাঁর সিংহাসন আরোহণ নিয়ে সৃষ্টি হয় এক প্রতিবন্ধকতার পরিবেশ! ডালহৌসী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ঝাঁসীর সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই এবং এ কারণেই ঝাঁসীকে নেয়া হবে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে!

মার্চ, ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর নামে মঞ্জুর করে দেওয়া হয় বার্ষিক ৬০,০০০ ভারতীয় টাকা ও হুকুম জারী করা হয় ঝাঁসির কেল্লা পরিত্যাগ করার। এর ঠিক তিন বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ মে মিরাটে সূত্রপাত হয় ভারতীয় বিদ্রোহের। সিপাহীদের রাইফেলে শুকরের মাংস এবং গরুর চর্বির বাধ্যতামূলক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সৈন্যসহ শাসকগোষ্ঠীর সাথে ভারতীয় সিপাহীদের শুরু হয় তুমুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! এই বিদ্রোহে সিপাহী'রা বহু ব্রিটিশ সৈন্যসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে হত্যা করে! প্রবল গণআন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ যেন মুহূর্তেই দাবানলরূপে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী! এই জটিল পরিস্থিতে, লক্ষ্মীবাঈ তাঁর বাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় ও নিরাপদে ঝাঁসী ত্যাগ করিয়ে পরে একাকী প্রস্থান করেন ঝাঁসি। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ এক সময় ঝাঁসীর রমণীরা এক অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন যে, যে-কোন ধরণের আক্রমণের সম্মুখীন হতে তাঁরা প্রস্তুত এবং প্রতিপক্ষের কোনপ্রকারের আক্রমণকেই তাঁরা ভয় পাবেন না। অতঃপর, ১৮৫৮ সালের ২৩ মার্চ লর্ড স্ট্রাথনায়র্ন-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়ে বসে ঝাঁসী অবরোধ করলে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মীবাঈ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন একাই। এই চরম সংকটকালীন মুহূর্তে ঝাঁসী এবং লক্ষ্মীবাঈকে মুক্ত করতে ২০ হাজার সৈনিকের নিজস্ব একটি দলের নেতৃত্বে অন্যতম বিদ্রোহী বীর নেতা তাঁতিয়া টোপী সিংহভাগ ব্রিটিশ সৈন্যদলের মোকাবিলাতেও সেই অবরোধ ভাঙ্গতে ব্যর্থ হন! ফলে ঝাঁসি চলে যায় সম্পূর্ণ ব্রিটিশদের দখলে ও এক রাতে সেই সন্তানসহ রানী লক্ষ্মীবাঈ দুর্গ ত্যাগ করে রক্ষা করেন প্রাণ! এরপর কাল্পীতে এসে অন্যান্য বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান ও তাঁতিয়া টোপীর বাহিনীর সহায়তায় গোয়ালিয়রের কেল্লা দখলের মাধ্যমে তিনি গোয়ালিয়রের মহারাজা'র সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং সেই বাহিনীদের সৈন্যদের যুক্ত করেন নিজেদের যৌথ বাহিনীতে।

অবশেষে, ১৭ জুন ১৮৫৮ সালে ফুলবাগ এলাকা সংলগ্ন কোটাহ-কি সেরাইয়ে রাজকীয় বাহিনীর সাথে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে শহীদ হন, ভারতমায়ের এই অগ্নিকন্যা ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ! যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে জেনারেল হিউজ রোজ তাই তো তাঁর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, 'রানী তাঁর সহজাত সৌন্দর্য্য, চতুরতা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের জন্য হয়ে আছেন চিরস্মরণীয়! এছাড়াও, তিনি ছিলেন বিদ্রোহী অন্যান্য সমস্ত নেতা-নেত্রীর তুলনায় সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক!'

বসন্ত বিলাপ

আহমদ রাজু

ঋতুর বৈচিত্র অনেক আগেই হারিয়ে গেছে;
বাংলার মাঠে- ঘাটে আজ অন্যরকম হাওয়া।
ছয় ঋতুর কয় ঋতু পাচ্ছি বলো? শীত আসে না
শীতের দিনে- বর্ষায় পানি, ফেটে চৌচির
মাঠের পরে মাঠ, নিষ্ঠুর দিবস ও রজনী।

উত্তরের লু-হাওয়ায় ভাসে আর কই
রাখালিয়া বাঁশির সুর? সময়ের সাথে বদলেছে
জীবনের মানে। শোলক বলা দাদু'রা ছিল
কোথায় কোন কালে?
মেঘনার ঢল আসার আগে আমেনারা আর
ধবলীরে আনতে যায় না দুপুরের মাঠে।
সুজন বাদিয়ার ঘাট কোথায় ছিল কবে?
যতদূর চোখ যায় সরিষা ক্ষেত;
দলীয় নেতারা করেছে দখল অনেক আগেই।

বাঙালি মনে আজ বাংলার আকাল। কেউ
বলতে চায়না কথা পুরোনো সুরে। ভয় হয়-
কালের অতলে হারিয়ে না যায় প্রিয় বর্ণমালা
ভিন দেশিদের দখলে না যায় দুখিনী মায়ের মুখ।

আবার যেন ফিরে আসে সেই দিন, বইয়ের পাতা
ফিরে পায় অতৃপ্ত বাংলার কায়া; তরু লতায়
বাঁধা পড়ুক টুনটুনি মন। আবার যেন
স্রোতসীনি কপোতাক্ষের তীরে বসে মহাকবি
রচনা করেন নতুন একটি কবিতা-
যে কবিতার আলোকরশ্মিতে জেগে উঠবে
হাজার বছরের প্রাচীণ ইতিহাস;
ফিরে আসবে খাঁটি বাংলা হয়ে বাঙালি মন।

পাকা ধানের ছবি

মহিউদ্দিন বিন্ জুবায়েদ

ওই যে দেখো- হলুদ বরণ
পাকা ধানের ছবি,
হেলে দুলে খেলবে ভোরে
নামবে যখন রবি।

শিশির কণার ভালোবাসায়
গা ভেজাবে ভোরে,
ঘাস লতিকায় গলাগলি
করবে সুরে সুরে।

পাকা ধানের গন্ধ নিতে
আসবে নানা পাখি,
ওই যে দেখো- খিরকি ফাঁকে
খোলো তোমার আঁখি।

ধানের ছবি প্রাণের ছবি
ভোরে কুঁয়াশ ঘেরা,
রোদের আলোয় মাখামাখি
আমার দেশটি সেরা।

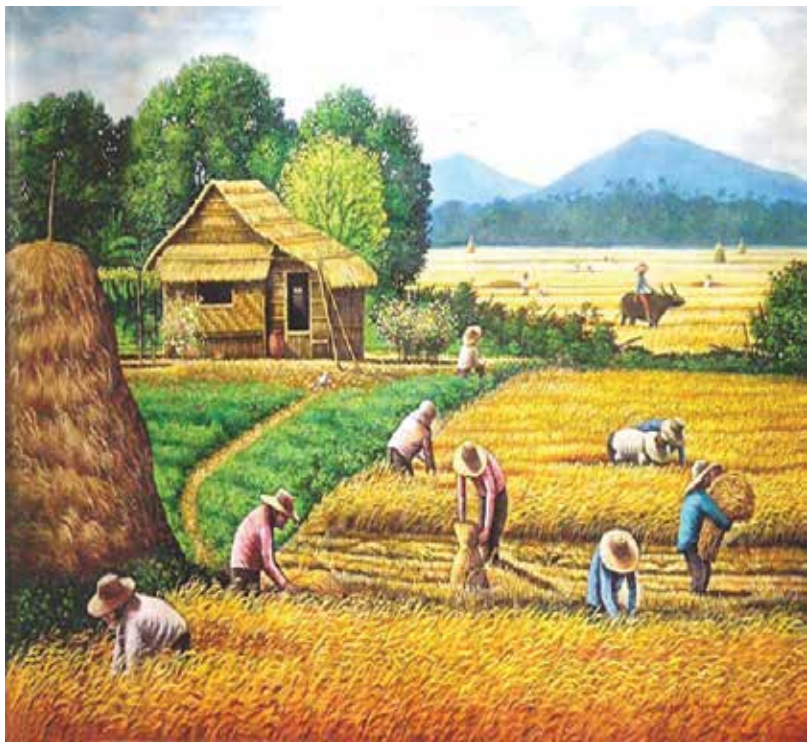

এদেশে মানুষ থাকবে নাকি ধর্ষক

হুমায়ূন কবীর

এ মিছিল ভেঙে যাওয়ার আগে,
এ স্লোগান থেমে যাওয়ার আগে
এসো রাজপথে।
এসো তেজি তরুণ, এসো তরুণী মাতাল।
এসো আগুন হয়ে জ্বলি,
খড়কুটোর মতো জ্বালায়
ধর্ষকের যতো আশ্রয়-প্রশ্রয়।

তেজি সওয়ার পেলে
কালো রাজপথ আগুনের লালঘোড়া হয়ে
ছুটে যাবে।
ভেঙে ফেলবে ফেরাউন, নমরুদের প্রাসাদ।
ধর্ষকগুলো খুজে পাবে না
পালানোর আর কোনো পথ।

এ মিছিল ভেঙে যাওয়ার আগে
এ স্লোগান থেমে যাওয়ার আগে
এসো রাজপথে।

হয়তো আমরা ভুলে গেছি,
ভুলেগেছি বহুদিন---
এদেশের আইন-কানুন, সংবিধান
লেখা পিচঢালা পথের অক্ষরে।
এখানেই গড়ে-পিটে নিতে হয়
দেশের ভাগ্য, দশের ভাগ্য।
এখানেই লেখা ৭১'এর আদ্য আর প্রান্ত।
এখান থেকেই আজ লেখা হোক,
লেখা হোক
এদেশে মানুষ থাকবে
নাকি ধর্ষক।

এ মিছিল ভেঙে যাওয়ার আগে,
এ স্লোগান থেমে যাওয়ার আগে
এসো রাজপথে।

দাবী জানাতে এসেছি

রুদ্র অয়ন

এই দেশে কুকুর নিধন অভিযান হয়।
অসহায় নিরপরাধ প্রাণীগুলো নির্মমভাবে মারা যায়!
অথচ মানুষরুপি জানোয়ারগুলোর নিধন হয়না কেন!
নষ্ট মানসিকতার কুলাঙ্গারদের কারণে
নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন নিত্যই যাচ্ছে বেড়ে!
মানুষরূপী দানবের থাবায় আজ রক্তাক্ত- ধর্ষিত দেশ!
আমি আজ কারও দয়া দান- দাক্ষিণ্য চাইতে আসিনি;
নির্যাতক, ধর্ষক, সন্ত্রাসী নিধনের দাবী জানাতে এসেছি।
স্বাধীনদেশে আজও অনিরাপদ পরাধীন নারী! এ বড্ড ভীষণ লজ্জার।
আমি শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমনের দাবী নিয়ে এসেছি।
স্বাধীনতার কসম দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালককে
সোচ্চার দাবী জানাতে এসেছি; কুকুর নিধন অভিযানের মতো
দুষ্টু নিধন অভিযান শুরু হোক। সাত বীরশ্রেষ্ঠ'র দোহাই
দোহাই শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধার দোহাই সম্ভ্রম হারানো
লাখো মা- বোনের, স্বাধীন বাংলায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে
যেনো আর নির্যাতন ধর্ষণ, খুনের স্বীকার না হয়
আর কোনও বোন- কোনও মা কোনও নারী।
মানুষরূপী জানোয়ারদের নিধন খুব জরুরী-খুব প্রয়োজন।
আলোকিত সমাজ গঠনে অন্ধকার মানষিকতার
দমন দরকার- ভীষণ দরকার।
আমি কারও দয়া, দান- দাক্ষিণ্য চাইনে আসিনি;
রাষ্ট্র পরিচালকের কাছে নির্যাতক, ধর্ষক, সন্ত্রাসী,
দুষ্টু নিধনের দাবী জানাতে এসেছি।

ন্যায়বিচার

আশীষ কুমার বিশ্বাস

এতো নিষ্ঠুর, অনাচার, অবিচার, ব্যাভিচার
যখন সমগ্র দেশ জুড়ে
মানুষকে পিষে পিষে মারছে
ন্যায় অন্যায়-এর কঠিন লড়াই।

কে জানে কখন সে রূপ নেবে
প্রকৃত লড়াইয়ে?

বরফ গলেই জল হয় জানি
আবার সেই জল জমেই কঠিন বরফ।
সে শুভ্র, সাদা।

তুষের আগুনে ঘুমন্ত যে আগুন
হাওয়ায় তার ফনা ওঠে জেগে।
গরম হাওয়া বয় তাতে।

নেতারা কালিমালিপ্ত হতে চান না
বিষবাষ্প ছড়ায় অনেক সময়।
নরম মলম লাগানো কথায় আশ্বস্ত করে।

বৃষ্টির জলে কাঁদা ধুয়ে যায়
আবার নতুন রূপে নতুন নাটক।

কবে সে কঠিন বরফ আঘাত হানবে
ব্যাভিচারের বুকে?
তুষের আগুন কবে জ্বলে উঠবে
সমাজের বুকে?

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING
ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS
LOOKING TO SET UP AN SMSF?
Call 02 8041 7359
GROW WITH US
- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING
GET
High Quality professional services with a competitive price!
Kinetic Partners
Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY
দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ
DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم ملحمة درويش من أبناء الجالية
العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات
Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00
Suprovat Sydney Copy Right Protected
HALAL Certified
Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ
New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM
Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195
2 KG Beef Curry $16.99
2 KG Goat Curry $23.99
5 KG Breast Nugget $49.99
5 KG Breast Fillet $ 44.99
2 KG Lamb Curry $22.99
2 KG Diced Lamb &44.99
5 KG Breast Burge $49.99
2 Kg Lamb Chops $29.99

Sakura Motors

Japanese Car Specialist
Dealer No MD070551

114 Parramatta Road, Granville, NSW 2142

OPEN 7 DAYS
DIN
Manager

ABN: 57 619 865 520
din32177@gmail.com
sakuramotors.com.au
(02) 8810 8122
0406 792 040

AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, December 2020, Volume-12, No-12 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

MAHMUD DISTRIBUTORS
ALI SYDNEY INTL PTY LTD
EST 2020

MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Direct to public

Suprovat Sydney Copy Right Protected

অপেক্ষাকৃত
সাশ্রয়ী মূল্য
গ্যারান্টি